আচার্য্য-ভাস্কর

১০৮ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামী-

প্রভুপাদের পত্রাবলী

[তৃতীয়-খণ্ড]

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

ৎ

10

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীরূপানুগপ্রবর

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
আচার্য্য-ভাস্কর

১০৮ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-

প্রভুপাদের পত্রাবলী

তৃতীয় খণ্ড

পঞ্চম সংস্করণ

[শ্রীব্যাসপূজা বাসর, ৫০৬-শ্রীগৌরাব্দ] [ভিক্ষা- Rs-10

প্রকাশক :—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ
(সাধারণ সম্পাদক ও আচার্য্য)
শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
ফোন : মায়াপুর-২১৬
শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট,
৭০ বি, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা—২৬
ফোন :—৭৬২২৬০

"প্রভুপাদের পত্রাবলী"
(৩য় খণ্ড প্রকাশনে)
শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পর্য্যটক মহারাজের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত 'সারস্বত প্রেস" হইতে
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিসৌরভ আচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গলময়ী দ্বিষষ্টিতমা আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহারই অহৈতুকী কৃপায় "শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী" ৩য় খণ্ড গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে সর্বসমেত ৪০টী পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পত্রের অধিকাংশই "গৌড়ীয়" বা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে" পূর্বে মুদ্রিত হয় নাই। প্রভুপাদের পত্রাবলীর ১ম খণ্ডে ৩০টী ও ২য় খণ্ডে ৭৪টী পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। আচার্য্যের ঐ সকল পত্র অপ্রাকৃত মন্ত্রশক্তিবৎ কিরূপ বলসঞ্চারী, নানা অমীমাংসিত সমস্যাভঞ্জনকারী ও শ্রীরূপানুগসিদ্ধান্ত-ধারাবর্ষী, তাহা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পত্রাবলীর আত্মমঙ্গলকামী পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রভুপাদের পত্রাবলী-সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা নবনবায়মান বাস্তব ও মৌলিক শ্রৌত উপদেশে পরিপ্লুত। আত্মমঙ্গলেচ্ছুমাত্রেরই ঐ সকল পত্র পাঠকালে হৃদয়ে প্রভূত আনন্দ ও বল সঞ্চার হইতে থাকে। সাহিত্য হিসাবেও ইহা অতীব চিত্তাকর্ষক।

শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত ইংরেজী পত্রের মধ্যেও কএকটী পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র একটি পত্র বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া ৩য় খণ্ডে প্রকাশিত হইল। অন্যান্য ইংরেজী পত্রের অনুবাদ চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশের ইচ্ছা থাকিল।

বলা বাহুল্য, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর কৃপা ও প্রযত্নে এ সকল পত্র সংরক্ষিত হওয়ায় শ্রীব্যাসপূজ-

বাসরের এই ডালি রচনা সম্ভব হইল। এতৎসঙ্গে অন্যান্য যে-সকল সতীর্থ ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ তাঁহাদের নিকট লিখিত শ্রীল প্রভুপাদের পত্র কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিয়া পত্রাবলী-সাহিত্য প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আমরা হৃদয়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

গত বৎসর প্রভুপাদের আবির্ভাব-ক্ষেত্রে শ্রীক্ষেত্র প্রভুপাদের একষষ্টিতম আবির্ভাবোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এ বৎসর আমাদের 'প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরে'র আবির্ভাব-স্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর-পীঠে তাঁহার সংকীর্ত্তন-রাসনিকেতন-শ্রীবাসাঙ্গনে আচার্য্যের দ্বিষষ্টিতমা তিথিপূজা অনুষ্ঠিত হইবেন। শ্রীচৈতন্যবাণী-পূজার এতদ্-ব্যতীত আর প্রকৃষ্ট স্থান কি হইতে পারে? শ্রীচৈতন্যবাণী-পুজায় শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুকীর্ত্তনই যোগ্য উপায়ন। তাহাই পত্রাবলী, প্রভৃতি সাহিত্যের আকারে প্রকাশিত হইয়া জগন্মঙ্গল বিধান করিতেছে।

ঢাকা ইউনিয়ন প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দেব ভক্তিবোধ কৃতিকোবিদ মহাশয় প্রভুপাদের পত্রাবলীর ১ম ও ২য় খণ্ডের ন্যায় ৩য় খণ্ডেরও সম্পূর্ণ আনুকূল্য বরণ করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও গৌড়ীয়-সমাজের আশীর্ব্বাদ ও কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। শ্রীগুরু-কৃপায় ভক্তিবোধ মহাশয়ের সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত দেখিয়া বৈষ্ণব-সমাজ বিশেষ আনন্দিত হইতেছেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ঢাকা
শ্রীনিত্যানন্দবির্ভাব-তিথি
গৌরাব্দ ৪৪৯

শ্রীগুরুসেবা সংরতজনগণের
কৃপাভিলাষী
'গৌড়ীয়' জনৈক অযোগ্য সেবকাভাস

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

তৃতীয় খণ্ড

সূচীপত্র

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

তৃতীয় খণ্ড

মঙ্গলময় ভগবান্

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্,
কলিকাতা
৫ই আষাঢ়, ১৩৩২
১৯শে জুন, ১৯২৫

জীবের মঙ্গলের জন্যই শ্রীভগবানের সকল প্রকার বিধান—নাস্তিকগণ জগতে প্রতিষ্ঠালাভে অসমর্থ ও দৈবশাসনে দণ্ডিত।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ইতঃপূর্ব্বে একখানা এবং অদ্য একখানা পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। * * *

উঁহারা যতই অত্যাচার করুন না, আপনি নীরবে সহ্য করুন। জগতের লোকেরা কখনই অন্যায় হইতে দিবেন না,—ইহাই

আমাদের বিশ্বাস। বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন,—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিনকতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈবশাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা। মঠের অন্যান্য কুশল। আমার শরীর ভাল নয়।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

হরিভজনের সহায় কি কি?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/o এ. কে সরকার
এস্ ডি, ও. এম্. ই, এস্
বেনারস্ ক্যান্টন্‌মেন্ট
২৭শে বৈশাখ, ১৩৩৩
১০ই মে, ১৯২৬

বৈষ্ণব-বিদ্বেষের পরিণাম—জড়জগৎ দুঃখপরিপূর্ণ ও জীবের পরীক্ষার স্থল—সহিষ্ণুতা দৈন্য ও পরপ্রশংসা এখানে হরিভজনের অনুকূল।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ২০শে বৈশাখ তারিখের কৃপা-পত্রে সমাচার জ্ঞাত হইলাম। * * * বাবুর পরলোক প্রাপ্তির সংবাদ পাইলাম। এক্ষণে তাঁহার আত্মার সদ্‌গতিলাভ হউক্, ইহাই প্রার্থনা। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-ফলে জীবের ঐহিক ও পারত্রিক অমঙ্গল ঘটে।

কাশীতে সম্প্রতি বেশ গরম পড়িয়াছে। আমার শরীর সুস্থ নহে। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ মুর্শিদাবাদ, ভাগলপুর, মুঙ্গের, জামালপুর, পাট্‌না প্রভৃতি স্থানে পরম সুখ্যাতি সহ হরিকথা প্রচার

করিয়া সম্প্রতি প্রায় সপ্তাহকাল বারাণসীতে আগমন-পূর্ব্বক দশাশ্বমেধঘাটে হরিকথা বলিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতা সকলেই আগ্রহের সহিত শুনিতেছেন। কাশীতে শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। বিশ্বনাথের ইচ্ছা হইলেই তাহা সম্ভব হইবে।

*　　　*　　　*

শ্রীমান্ * * কাশীতে মঠ প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে ইচ্ছাবিশিষ্ট থাকিলেও এখন গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ অনুকূল মনে করিতেছেন না এখানে আমার কতদিন অবস্থান হইবে, তাহা স্থির নাই। * * * ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ—যন্ত্রণাময় পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়।

ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ভক্ত ভগবৎসেবা স্বহস্তে কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
কদমকুয়া
পোঃ বাঁকীপুর, পাটনা
১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪০
১লা নভেম্বর, ১৯৩৩

কেবল নিজ-ভোগোদ্দেশ্যে জীবনধারণ কৃষ্ণসেবার প্রতি অনাদরের হেতু-অসমর্থ-পক্ষের বিচার সমর্থপক্ষের গ্রহণ আলস্যের পরিচায়ক—কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাই কর্ত্তব্য—ভক্তসেবায় বিমুখ হওয়া কর্ত্তব্য নয়।

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * পরদ্বারা অর্চ্চন ও রন্ধন শোভনীয় নহে। তবে বিপাকে পড়িলে আতুরাবস্থায় কোন দিন উহা স্বীকার করা যায়। কিন্তু উহা বিধি হইতে পারে না। আমরা আলস্যবশতঃ যদি কৃষ্ণকে না খাওয়াই এবং নিজেরা খাইয়া থাকাই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে ভগবানের সেবার প্রতি আদর কমিয়া যাইবেই।

মঠের সেবকের চিন্তাস্রোতের বিপর্য্যয় সাধন করা উচিত নহে। "দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধ্যতি" বিচার যখন আমরা অসমর্থপক্ষে গ্রহণ করি, তখন সমর্থপক্ষে ঐ দ্রব্য গ্রহণ করা আলস্যেরই পরিচায়ক। * * উহা বোধ করি তাঁহার সেবা-কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য। কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাই আমাদের লক্ষ্য হউক, নতুবা ব্যবহারিক জীবন God-less বিচারপূর্ণ হইয়া যাইবে। God-loving হইলেই কৃষ্ণের জন্য রসুই করিয়া ভক্তগণকে প্রসাদ দিতে মন যায়, নতুবা নহে। কোন দিন ভক্তসেবায় বিমুখ হইতে হইবে না। * * * "উৎসাহান্নিশ্চয়াৎ" প্রভৃতি শ্লোক * * বিস্মৃত হইলেন কেন? তোমার নানা কষ্টের মধ্যেও উহা মনে আছে জানিয়াই যারপরনাই সুখী হইলাম।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

মঠের স্বরূপ, দিব্যোন্মাদ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা
৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪০
২০শে নভেম্বর, ১৯৩৩

মঠ যোষিৎসম্পর্করহিত ভক্তসজ্যারাম—দিব্যোন্মাদে বিষয়তন্ময়তার তাৎপর্য্য—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির সম্বন্ধে সাহজিক মত নিরাস—কর্ম্ম ও ভক্তির স্বরূপ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * আমাদের কোন মঠেই স্ত্রীলোকের রাত্রি বাস করিবার ব্যবস্থা নাই ; তবে যোগপীঠে পূর্ব্ব হইতেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লী ও গৃহস্থের Colony থাকায় এ বিষয়ে বাধা দেই নাই। মিসেস্ * * কৃপা করিয়া তথায় Hony. secy-র পদ গ্রহণ করিবেন, ভাল কথা ; কিন্তু মঠে না থাকিলেই ভাল। শ্রীযুক্ত * * এ সকল কথা বেশ ভাল বুঝেন। সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র বা ছিদ্র না থাকিলেও সীতাদেবীর কলঙ্কের ন্যায় নানা কথা উঠিতে পারে। বিদ্ধ শাক্তগণ চিরদিনই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ; কিন্তু Transcendental Religion is not meant for mundane society.

দিব্যোন্মাদের ও মাদন অবস্থায় কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে অধিরূঢ় মহাভাবে বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণে তন্ময়তা হয়। উহা প্রাকৃত ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নহে। বিরহে 'বিষয়ে'র চিন্তা অনুস্যূত থাকায় তন্ময়তা হৃদ্দেশ অধিকার করে। তাই বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদী বাউল হইবার কথা বা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের প্রাকৃত স্ত্রী হইবার কল্পনা উদ্দিষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণ-সান্নিধ্য ও কৃষ্ণসেবার জন্য কৃষ্ণ-সম্বন্ধের পরম সুযোগ প্রাপ্তি ঘটে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পাঠকগণ যদি মায়িক প্রভুতা ও প্রভুত্বস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস্য-সম্বন্ধে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে কৃষ্ণকে ভোগ্য-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে সর্ব্বোতোভাবে প্রভু জানিবার চিদ্‌বোধের সম্প্রকাশ হয় এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকথা-গুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া আর বিদ্যাপতিকে লছ্‌মীর উপপত্যে বা চণ্ডীদাসকে রামীর উপপত্যে স্থাপন-পূর্ব্বক নিজেদের বিকৃত ধারণায় বঞ্চনা লাভ করিতে হয় না। ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ—এই নিত্যা চিন্ময়ী উপলব্ধি থাকিয়া স্বরূপে পঞ্চরসের কোন এক রসে অবস্থানপূর্ব্বক সেইরূপ চক্ষে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা জয়দেবকে বিচার করিলে জানা যাইবে যে, জয়দেবের পদ্মাবতী, চণ্ডীদাসের রামী ও বিদ্যাপতির লছ্‌মীর সঙ্গ প্রভৃতি কদর্য্য নবরসিক-সম্প্রদায়ের ব্যাভিচারমূলক ধারণা নহে। এই সকল ভাল করিয়া বুঝা যাইবে—নিবৃতানর্থ ও তত্তদ্‌ভাবে লোভ বা রুচিযুক্ত হইয়া শ্রীরূপানুগবরের অনুসরণে শ্রীল দাস গোস্বামীর 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি', শ্রীরূপের 'কার্পণ্য-পঞ্জিকা', শ্রীল কবিরাজের 'চরিতামৃত'-বর্ণিত শ্রীল রায়

রামানন্দের হৃদ্‌গতভাব, শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্পাদি স্বভাব, মাথুরবিরহ প্রভৃতি আলোচনা করিলে। তবে অজীর্ণ রোগে পীড়িত আনুকরণিক-সম্প্রদায়ের স্থূল পরিচয়ে আস্থা লইয়া আনুগত্য ধর্ম্মের বাহ্য বিড়ম্বনা দেখাইলে * * ঘোষের দলের বৈষ্ণবদিগকে আক্রমণ করার ন্যায় ফল হইবে মাত্র।

জাগতিক সুখৈষণা—অন্যাভিলাষিতাযুক্ত, আর ভক্তি—অন্যাভিলাষিতাশূন্য। প্রভুত্বকামীর সৎ ও অসৎকর্ম্মবাসনা হইতেই সুখ ও দুঃখ উভয় প্রকার ভোগ লাভ ঘটে। বদ্ধজীব সুখভোগ করিলেই তাহার পুণ্যার্জ্জিত লভ্যসমূহ ক্ষয় হইয়া যায়। আর প্রায়শ্চিত্ত করিলে বা ত্রিতাপে কষ্টাদি পাইলেই সাময়িকভাবে পাপক্ষয় হয়। পাপ-পুণ্যক্ষয়ে কর্ম্মকাণ্ড ধ্বংস হয়; তজ্জন্য ভক্তিকেই নৈষ্কর্ম্ম্য বলা হয়।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ ও কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০
২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৩

অন্তিমকালে শ্রীহরিনাম গ্রহণের ফল—বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্মফল-প্রাপ্তির হেতু— শ্রাদ্ধবাসরে পরলোকগত আত্মাকে ভগবৎপ্রসাদ পিণ্ডরূপে প্রদান বিধেয়—শ্রীনাম-গ্রহণকারীর কর্মফলভোগ নাই—বিদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠান শুদ্ধ ভক্ত-গণের আদরণীয় নহে।

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আপনার পত্রে অবগত হইলাম যে, আপনার পিতা মহাশয় ১২ই কার্ত্তিক শ্রীপুরুষোত্তমধাম লাভ করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম—সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। শ্রীহরিনাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে জীব ধাম প্রাপ্ত হন। লৌকিক বিচারের অবলম্বনে যাহা কিছু করা যায়, তদ্দারা সংসারে পুনর্জ্জন্ম হয়। বৈদিক ক্রিয়াগুলি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মফল প্রাপ্তির প্রাপ্য বিষয়। তবে শ্রাদ্ধবাসরে ভগবৎপ্রসাদ পিণ্ডরূপে পরলোকগত হরিনামপরায়ণ জনগণকেও

দেওয়া যায়। ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্য পিণ্ড দেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। কর্ম্মপদ্ধতি ফলভোগের আবাহন করে। যাঁহারা হরিনাম করেন, তাঁহাদের কর্ম্মভোগের বিচার নাই। কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের কৃত্য এই যে, শ্রাদ্ধ-বাসরে ভগবানের ভোগ দিয়া কিয়ৎপরিমাণে প্রসাদ দ্বারা পরলোকগত আত্মার মঙ্গল-বিধানের সাহায্য করা। ভগবদ্ভক্তগণকে প্রসাদ-দ্বারা তৃপ্তি-বিধান ও হরিনাম-যজ্ঞের আবাহন করা কর্ত্তব্য।

আমাদের এই বিচার শুদ্ধভক্তিশাস্ত্রের অনুমোদিত। যাঁহারা বিদ্ধা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের শাস্ত্রের ধারণা অন্য প্রকার অধিকার-গত। উহা আমরা আদর করিতে পারি না।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

কৃষ্ণ ‘সম্বন্ধে’র সুযোগ ; চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
কলিকাতা
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০
২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৩

কৃষ্ণের স্বেচ্ছায় জীবনের অধীনতা স্বীকার—ভগবৎপ্রীতি কৃষ্ণসম্বন্ধ-সুযোগের হেতু—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও জয়দেবের কথা বুঝিবার অধিকারী বিচার।

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * * কৃষ্ণ অতি সুবৃহৎ বস্তু হইলেও আমাদের ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ত বা অধীন করিতে হইলে সেই বস্তুকে একটুকু সুদূরে সংরক্ষিত করিতে হইবে। পরম মর্য্যাদাবান বস্তুর সহিত ব্যবহার প্রার্থনা করিতে হইলে সেই বস্তুটিকে মর্য্যদা-ভূমির দ্বারা অন্তরিত করিয়া দূরে সংস্থাপ্য। যেরূপ সূর্য্য অতি বৃহৎ বস্তু হইলেও দূরে অবস্থিত বলিয়া আমাদের অক্ষিগোচর হন এবং আমরা তাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা ছোট বস্তু বলিয়া দেখিতে পাই, তদ্রূপ কৃষ্ণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব প্রতীয়মান হইলেও

তিনি আমাদের অধীনতায় আসিবার ব্যবস্থা করেন। আমরা বদ্ধজীব অবস্থায় বড়-ছোট মাপ লইয়া ব্যস্ত থাকি। সূর্য্য অতি বৃহৎ হলেও তাঁহার বৃহত্ত্ব আমাদের নিকট সমতা বা ক্ষুদ্রত্বে আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীনতায় পরিদৃষ্ট হইবার সুযোগ ভূতাকাশ নামক একটি পদার্থের দ্বারা সম্ভাবিত হইতেছে। সেইরূপ ভগবৎপ্রীতি বা জীবের ভক্তিরূপ চিদাকাশ কৃষ্ণসান্নিধ্য ও কৃষ্ণসেবার জন্য কৃষ্ণ—সম্বন্ধের সুযোগ দিতেছে।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি গানের পাঠক যদি সাময়িক প্রভুতা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাসী-সম্বন্ধে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে কৃষ্ণকে প্রভু জানিবার অবকাশ হয় এবং তখন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথা বুঝিতে পারা যায়। এই সদ্জ্ঞান লাভ হইলে বিদ্যাপতিকে লছমীর উপপতিত্বে স্থাপন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। ভজনীয় বস্তু—কৃষ্ণ, এই উপলব্ধি থাকিলে পঞ্চরসের যে রসে স্বরূপের অবস্থান, তদনুরূপ চক্ষে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা জয়দেবকে বিচার করিলে জানা যাইবে যে, জয়দেবের পদ্মাবতী, চণ্ডীদাসের রামী ও বিদ্যাপতির লছ্মী প্রভৃতি নবরসিক-সম্প্রদায়ের ব্যভিচারযুক্ত কদর্য্য ধারণার বিষয় নহেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীনামভজন ও তৎফল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
বাগবাজার, কলিকাতা
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০
২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৩

শ্রীনাম-গ্রহণের ফল—শ্রীনামের স্বরূপ—শ্রীনামভজনই জীবের দুর্দ্দৈব-মোচনের একমাত্র উপায়—কৃষ্ণক্রীড়ায় লোভোৎপত্তির স্বরূপ-বিচার।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৪।১১।৩৩ তারিখের পত্রে সমাচার জ্ঞাত হইয়াছি। অতিরিক্ত কার্য্যের ভিড়ে যথাকালে পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, তজ্জন্য মনে কিছু করিবেন না। আমি সততই আপনাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণকালে কৃষ্ণের অনুশীলন হইতে থাকে এবং কর্ম্মফলভোগ ও ব্রহ্মাজ্ঞানাদি মুক্তি-পিপাসার অনর্থ দূর হইতে থাকে; জীবের সকল অনর্থই ক্রমশঃ বিদূরিত হয়। শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ; কেবল স্বয়ং নহে, স্বয়ংরূপই নাম। আমাদের দুর্দ্দৈবের অপনোদনের অন্য কোনও উপায় নাই—

শ্রীনামভজন ব্যতীত। বহির্জ্জগতের নাম হইতে পৃথক্ বৈকুণ্ঠ-নাম প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া আমাদের কর্ণবেধ-সংস্কার করায়। সংস্কৃত কর্ণ কৃষ্ণনাম-শ্রবণের অধিকারী হন। বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রুত হইলে বৈকুণ্ঠ-রূপের জ্ঞান, অবস্থান ও তদুত্থিত আনন্দ আমাদিগকে জড়ানন্দ অর্থাৎ ভোগচিন্তা হইতে রক্ষা করে। কৃষ্ণভোগ্য আমি, আমার নিত্যরূপে কৃষ্ণ প্রীত হইয়া আমাকে আকর্ষণ করিলে আমি তাঁহার নিত্যরূপে মুগ্ধ হই। এই প্রকার কৃষ্ণগুণ ন্যূনাধিক উদিত হইলে আমি নাম-রূপ-সহ আমার নিত্যগুণগুলির দ্বারা অখিল চিদ্গুণ কৃষ্ণের গুণের পক্ষপাতী হই। তিনিও তখন আমার স্বরূপগত গুণের প্রশংসা করিতে থাকেন। উহাতে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। আমার বন্ধু-বান্ধব-স্বজনগণ ভগবদ্পরিকরগণ-সেবোন্মুখ থাকায় আমিও তাঁহাদের স্বরূপের সেবা করিতে পারি। তখনই কৃষ্ণক্রীড়ায় আমার লোভ উৎপত্তি করায়। তাঁহার লীলাসেবনোপ-যোগী স্বরূপগত নাম, রূপ, স্বগুণ আমাকে "স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ" বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদের ২৩ সূত্র বুঝিবার অবকাশ দেয়। আমিও তখন "যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" এই ভাগবত-শ্লোকের ব্যাখ্যা বুঝিয়া সেবামগ্ন হই। আশা করি, ভাল আছেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

আধ্যক্ষিকের চণ্ডীদাস ও মহাপ্রভুর চণ্ডীদাস

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমায়াপুর
১৪ই ফাল্গুন, ১৩৪০
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪

জড়চণ্ডীদাসেরা আউল-বাউল প্রভৃতির দল—শ্রীরূপানুগ-গণের চিত্তবৃত্তি জড়ভোগ-বাদীদের বোধগম্য নহে—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দেহে আকাশ-পাতাল ভেদ—অপ্রাকৃত চণ্ডীদাস আধ্যক্ষিকগণের জ্ঞানাতীত।

স্নেহবিগ্রহেষু—

প্রিয়—, * * * * চণ্ডীদাস একজন নহেন। অসংখ্যক সহজিয়া তাঁহার নাম লইয়া তাহাদের অসৎবৃত্তি চালাইবার জন্য নানা পদ ও গল্প রচনা করিয়াছে। কিন্তু মহাপ্রভুর কাছে যে চণ্ডীদাসের গীত হইত, সেই চণ্ডীদাসের চিত্তবৃত্তি Servitorএর চিত্তবৃত্তি মাত্র। Servitor আপনাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠানুগ জানেন। জড়চণ্ডী-দাসগণ বামাচারী বাগানের চণ্ডীদাস। কেবল বামাচারী বাগানে নহে, কালে কালে অসংখ্য জড় চণ্ডীদাস নানা স্থানে জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষ-ব্যাপার লইয়া বসিয়া থাকে। বর্ত্তমানেও চণ্ডীদাস ও

বামী অবস্থায় বহু জড় কামুক চণ্ডীদাস আছে। এখনকার চণ্ডী-দাসেরা আউল-বাউল প্রভৃতির দল। মোটের উপর, শ্রীরূপানুগ-গণের চিত্তবৃত্তি জড়ভোগবাদীরা আদৌ বুঝিতে পারিবে না।

অপ্রাকৃত দেহে মধুর রসের সেবক জড়ভোগী পুরুষাকৃতি নহে। প্রাকৃত স্ত্রীদেহ ও অপ্রাকৃত ভক্তিরাজ্যের চিদানন্দ দেহের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে; উহাই শুদ্ধভক্ত চণ্ডীদাসের মত। আধ্যক্ষিক বা Sensuous বিচারে যে চণ্ডীদাস, তাহা শুদ্ধভক্ত চণ্ডীদাস নহে। আধ্যক্ষিকগণ অপ্রাকৃত চণ্ডীদাসকে চিনিবার অযোগ্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ভোগ-পিপাসায় জড়সংসারে প্রবেশ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪১
৩০শে জুলাই, ১৯৩৪

জড়জগৎ দুঃখের আগার—ভোগ-পিপাসার প্রাবল্যে জীবের বিপত্তি—বদ্ধজীবমাত্রেই 'স্বকর্ম্মফলভূক্' করে।

স্নেহবিগ্রহেষু—

অদ্য শ্রীযুক্ত বিহারী দাস ব্রজবাসী শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের উৎসব-বাবদ * * ও পাথেয় * * টাকা আনুকূল্য লইয়া কলিকাতা গেলেন। তিনি 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' এক কপি চাহেন। তাঁহাকে তাহা দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহার মারফত আপনাকে এক পত্র দিয়াছি।

* * এর মানসিক অশান্তির কথা বোধ করি আপনি বুঝিয়া যান নাই। তিনি আজ ২।৩ দিন হইল এইরূপ মনঃকষ্টে আছেন যে, কাহারও সহিত বাক্যালাপ বা হাস্য পর্য্যন্ত করিতেছেন না। আবার

অন্যদিকে অদ্য সংবাদ পাইলাম যে, শ্রীমান্ * * সংসারে প্রবিষ্ট হইতেছে—সমস্তই ঠিকঠাক হইয়া গিয়াছে। * * তাহার বয়স্য-গণের রহস্য এখন কার্য্যে পরিণত হইল।

* * এর এত কষ্ট দেখিয়াও যাহারা সংসারে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদের সুখৈষণা অতি প্রবল না হইলে এইরূপ বিপন্ন হইবার ইচ্ছা হয় না। * * অতি নির্ব্বোধ। * * সে বলে, ঐ কথা বেশী অগ্রসর হইয়াছে, সুতরাং বাগ্‌দত্তার পক্ষে উহা আর স্থগিত হইবার সম্ভাবনা নাই। পতনোন্মুখ জীবকে কি কেহ উদ্ধার করিতে পারিবেন না? শ্রীমান্ * * ত' মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। অপর সকলেই দুঃখিত। * * "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

আচার্য্যের কৃপোপদেশ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪১
৩১শে জুলাই, ১৯৩৪

চিরশুভানুধ্যায়ী আচার্য্য—আত্মমঙ্গলোপদেশক অতি দুর্ল্লভ—সদ্‌বৈদ্যের চিকিৎসায় পরম মঙ্গল লাভ।

পরমহংস * * *,

তোমার ২৯শে জুলাই তারিখের পত্র যাহা কলিকাতার ঠিকানায় লাল কালিতে লিখিয়াছ, তাহা অদ্য redirected হইয়া পাওয়া গেল। রায়বাহাদুরই—তোমাকে 'পরমহংস' খেতাব দিয়াছিলেন, আজ তাহার সার্থকতা হইল। তুমি যে ভিতরে ভিতরে তোমার জননীর সেবা করিবার কার্য্যটিকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা অপেক্ষা বহুমানন করিতে, উহা প্রমাণ করিয়াছ। পুত্রবৎসলা, এখন বাৎসল্যরসে তোমাকে সিক্ত করিয়াছেন; সুতরাং আমাদের মায়া তুমি কাটাইয়া যোগমায়ার সংসারে প্রবেশ করিলে! ইহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। শ্রীমান্ শ—সংসার-বন্ধনে

শৃঙ্খলিত হইবার পর আমাকে অনুযোগ দিয়াছিল যে, আপনি কেন আমাকে আমার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করেন নাই?—আপনি কেন রঘুনাথভট্টের কথা আমাকে স্মরণ করান নাই? যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৪র্থ পরিচ্ছেদের একটি কথা মনে পড়িল—

"সেই ভক্ত—ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু—ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি' আনে॥

তোমার কৈতবপূর্ণ ১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রে যে-সকল কথা উল্লেখ করিয়াছ, ঐ সকল ছলবাক্য তুমি নিজে নিজেই আলোচনা করিয়া আমাদের স্নেহ ভুলিয়া যাইতে পার। প্রবল উদ্দাম ইন্দ্রিয়ের চালনায় হরিসেবা ছাড়িয়া দেওয়া বদ্ধজীবের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। কিন্তু আজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুনঃ পুনঃ কথিত—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদদুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥

প্রভৃতিকে কেবলমাত্র শব্দাবরণে আবৃত করিয়া উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হওয়া তোমার ন্যায় সরল বুদ্ধিমান, (বর্ত্তমানে অবুঝ) লোকের কর্ত্তব্য হয় নাই। তোমার সতীর্থগণ একাল পর্য্যন্ত তোমাকে যে-সকল রহস্য করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তুমি তলাইতে পার নাই, সুতরাং

দুর্বলতার ঔষধ-বিচারে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ, তাহাতে আমি মাংসভোজীর মুরগী পোষার ন্যায় তোমার বর্ত্তমান চিত্তবৃত্তিকে অগ্নিতে ঘৃতাহুতিদানবৎ বর্দ্ধন করিতে পারি না, তাহা তুমি বুঝিতে পার।

প্রত্যেক জন্মেই পিতা-মাতা পাওয়া যায়, কিন্তু সকল জন্মেই মঙ্গলের উপদেশ পাওয়া না যাইতেও পারে। তোমার জন্য যাঁহারা তোমার বর্ত্তমান কথা শুনিতেছেন, তাঁহারাই শোক করিতেছেন। নিজের চিকিৎসা নিজে না করিলেই ভাল হইত।

তুমি যে-সকল অনুযোগ লিখিয়াছ ও অভিযোগ করিয়াছ, তাহাতে একচক্ষু আমি আমাকেই সমর্থন করিব—তোমাকে সমর্থন করিব না। তুমি মুরুব্বি সাজিয়া সহসা তোমার স্নেহে আমাকে বঞ্চিত করিতে পার, কিন্তু আমি অতদূর পরমহংসতা লাভ করি নাই, ক্ষুদ্রচেতাঃ মানবের মধ্যেই আছি। ইতি—

তোমার প্রতিপাল্য

গুরুব্রুব

জীবের বিমুখতায় দুঃখ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমায়াপুর

১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪১

৩রা আগষ্ট, ১৯৩৪

অনর্থযুক্ত জীবের অধঃপতন-যোগ্যতা—'নদীয়াপ্রকাশ', 'হার্মনিষ্ট্', 'গৌড়ীয়'—লোক-গঞ্জনা কৃষ্ণসেবার অবাধক ও অনুকূল।

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * *

শ্রীমান্ * * অতি সুবৃহৎভাবে ভবিষ্যতে কার্য্য করিবেন এবং করিতেও পারেন ; কিন্তু ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া।"

এই বাক্যের যোগ্যতা ও সার্থকতা আমাদের সকলের দ্বারাই হইতে পারে। এমন কি, শ্রীমান্ * *—যিনি বহু বৎসর আমার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিও আজ মায়ার টানে চলিয়া গেলেন। তিনি কতই না 'কল্যাণকল্পতরু' গান করিয়াছেন ; কিন্তু

সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইল ! আমি মূঢ় অনাচার, তাই আমার সঙ্গফলে তাঁহার এই অধঃপতন। তাঁহাকে ভক্তি শিখাইতে পারিলাম না। তিনি পুনরায় সংকর্ম্মের আবাহন করিলেন ! "গোপীনাথ, ঘুচাও সংসারজ্বালা। অবিদ্যা-যাতনা, আর নাহি সহে, জনম-মরণ-মালা॥"—গান করিয়াও হৃদয়-আলালনাথে গোপীনাথ প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে পূর্ব্ব হইতেই prearranged করিয়া ডুবিলেন। আলালনাথের সেবার পরিবর্ত্তে তিনি সংসারকূপে আবদ্ধ হইলেন ! সুতরাং আমাদের সকলেরই অধঃপতনে যোগ্যতা আছে।

একটি সাময়িক পত্রের আয়োজন করিতে গিয়া আমরা এখন কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি ! কার্য্যের কারক অন্যত্র নিযুক্ত হইলেও কেউ না কেউ ভাল ভাবে না পারিলেও মন্দ ভাবে কার্য্যটি সমাধা করিতে পারিবে,—যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এখন প্রাকৃত সহজিয়া-গণের মল্লভূমি বা আক্রীড় হইয়া পড়িয়াছে !

সাময়িক পত্রের নাম লইয়া কু—এর সঙ্গে আমার কিছু আলাপ হইয়াছিল। তিনি 'নদীয়াপ্রকাশ', 'হারমনিষ্ট্' প্রভৃতি নাম পছন্দ করেন না। তিনি আবার কতকগুলি সাধারণ নামের প্রস্তাব করিয়াছেন। কাগজখানি যখন আমাদের কৃষ্ণের হইবে, তখন গৌড়ীয়সঙ্ঘ হইতে বঞ্চিত হওয়া উচিত নহে। পক্ষান্তরে গৌড়ীয়-সঙ্ঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জানিলে বহির্ম্মুখ জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইবে। তজ্জন্য "The Message" নাম আমি প্রস্তাব করিয়াছি।কু—বলেন, "Gaudiya Messenger" নাম দেওয়া যাক্। কিন্তু আমার মতে, হয় "The Gaudiya", কিম্বা "The Massenger" নাম

alternative suggestion. তিনি এখনই ব্লক দিতে চান। আমি সেই প্রকার ব্লক দিয়া clumsy করিবার পক্ষপাতী নহি। তবে নামের ব্লক কেবল অক্ষরাত্মক হইতে পারে। "The Gaudiya" অক্ষরাত্মক ব্লক হইলেই ভাল হয় অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় 'গৌড়ীয়', ইংরাজী ভাষায় "The Gaudiya" হইতে পারে।

*　　*　　*　　*

গতকল্য বি—এর টেলিগ্রাম বিশেষ promising নহে মনে হইল। * * * যাহা হউক, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য করিলাম। এখন কৃষ্ণের ইচ্ছা, তিনি যাঁহাকে যখন যেরূপ মতি দেন, আমাদের তাহাই স্বীকার্য্য। লোক-গঞ্জনার ভয়ে শ্রীবার্ষভানবীদেবী শ্রীকৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন না। আমাদের সহিত বিরোধ করিয়া যে অরিষ্ট বৃষ 'উলুইচণ্ডী' সেবা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতেও আমাদের নৈরাশ্যের কারণ নাই। শ্রীমান্ * * যদি অভিমন্যুর অনুগমনে অভিযান করে, তাহা হইলে আমরা কেবল দুঃখিত হইব। কুণ্ডতীরে রাস, কুণ্ডতীরে বাস প্রভৃতি ভাল না লাগায় অরিষ্ট-ভীতি-প্রভাবে আরিট্ গ্রামে যাইবার পূর্ব্বেই সে গৃহব্রতধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার প্রয়োজন জ্ঞান করিল ! * * *

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

পুনশ্চ। শ্রীযোগপীঠের নূতন শ্রীমন্দিরের plinth গাঁথা আজ শেষ হইবে। সুতরাং ইঞ্জিনিয়ার বাবুর ও অন্যান্য দ্রব্যের আগমন এখনই প্রয়োজন, এ কথা সখীবাবুকে জানাইতে হইবে।

জীব-স্বভাবে বদ্ধ-মুক্তাবস্থা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Camp :
৪১ নং থিয়েটার রোড্
কলিকাতা
১১ই ভাদ্র, ১৩৪১
২৮শে আগষ্ট, ১৯৩৪

জীবের স্বভাবে বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা—সেবা-শৈথিল্যে ইতর বস্তুর প্রভুতা—সাবধানতার সেবোন্মুখতা লাভ—জীবে ভোগ ও সেবা উভয় ধর্ম নিত্যকাল বিদ্যমান।

স্নেহবিগ্রহেষু—

বদ্ধজীবের স্বভাবে যেরূপ জাগরণ ও নিদ্রা ভাবদ্বয় আছে, তদ্রূপ জীবের স্বভাবে বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থাদ্বয় আছে। ভোগী ও ত্যাগী—উভয়ই বদ্ধ। ভক্ত—নিত্যকৃষ্ণসেবাপর। কেবল সাক্ষাৎকার ও স্মৃতি—এই দ্বিবিধ ভূমিকায় তাঁহার সেবা সংঘটিত হয়। ভগবদ্‌বিস্মৃত হওয়ার ধর্ম্মও তাহাতে নিত্যকাল বর্ত্তমান। ভগবৎসেবা-শৈথিল্যই তাহাকে হরিসেবা ব্যতীত ভোগ্য ইতর বস্তুর—

জগতের বা বিশ্বের প্রভু হইবার প্ররোচনা করায়। সুতরাং সাবধান থাকিলে ইহ ও পরজগতে কৃষ্ণসেবোন্মুখতার ব্যাঘাত নাই। সেবার হানি ও বৃদ্ধিরূপ জীবের ভোগ ও তদ্বিপরীত সেবা, উভয় ধর্ম্মই তাহাতে নিত্যকাল আছে। খৃষ্টান্‌দের ধর্ম্মের ন্যায় কালের অধীনে ঐ ধর্ম্মদ্বয় উদিত হয় নাই।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

স্বতন্ত্রতা ও আনুগত্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Camp :
৪১নং থিয়েটার রোড
কলিকাতা
২০শে ভাদ্র, ১৩৪১
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪

সেবা-বৈমুখ্য ও সেবোন্মুখতার কারণ—শুদ্ধভক্ত-কৃপায় আত্মধর্ম্মে স্বাস্থ্যলাভ—জড়তা ও চেতনতা পৃথক্ বস্তু।

স্নেহবিগ্রহেষু—

অপনার স্বর্গদ্বার, "শিবনিবাস" হইতে ১লা তারিখের পত্র অদ্য হস্তগত হইল।

জীবের অণুত্ব নিবন্ধন দুষ্পারা মায়া ও ব্রহ্ম—এই দুইটী আরাধ্য বস্তুর অধীনতা স্বীকার করিবার যোগ্যতা আছে। অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফল-ভোগ ও অভেদজ্ঞানরূপ মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির পরিচয়দ্বয়ের দ্বারা চালিত হইবার যোগ্যতা জীবের আছে। জীব—অণুচিৎ ; বৃহৎশক্তি মায়া তাহাকে আবরণ করিতে পারে।

তদ্দ্বারা তাহার সেবা-বৈমুখ্য বা সেবা-শৈথিল্য লাভ ঘটে। জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছা-বিশিষ্ট অণুচিৎ। স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশে সে অভক্ত ও ভক্ত—এই দুই প্রকারে অবস্থান করে। অভক্ত অবস্থাই তাহার বদ্ধাবস্থা বা সেবা-বৈমুখ্য। তৎকালে তাহার ব্রহ্ম হইবার বাসনা ও মায়ার প্রভু হইবার দুর্দ্দমনীয়া চেষ্টা লক্ষিত হয়। চৈতন্যের আশ্রয়-গ্রহণে পরাঙ্মুখতা হইলেই শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা থাকে না। তখনই সে অন্যাভিলাষী. কর্ম্মী বা জ্ঞানী হইয়া পড়ে। শুদ্ধভক্তের কৃপায়ই সেবাধর্ম্মে জাগরণ বা আত্মধর্ম্মে তাহার স্বাস্থ্যলাভ ঘটে: তখন আর তাহাকে আবদ্ধ হইতে হয় না জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাশ করিবার প্রয়াস পাইলে উহা প্রাকৃত-গুণমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। জড়তা ও চেতনতা—এক নহে। জড় ভোগেচ্ছা চেতনাবরণী ও বিক্ষেপিনী। ভক্তের কৃপা হইলে স্বতন্ত্র-ইচ্ছা-রহিত বদ্ধাবস্থা অনায়াসে ছাড়িয়া দেওয়া যায়।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

পুনঃ। এই বিষয়ে 'Harmonist' এ একটী ইংরাজী প্রবন্ধ দিতেছি, পাঠ করিবেন।

গুরুতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ জয়তঃ

Camp :
৪১ নং থিয়েটার রোড্
কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩৪১
১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪

বহিরঙ্গা শক্তি, চিচ্ছক্তি ও তটস্থা শক্তি—গুরুতত্ত্ব—শ্রীরাধা, অনঙ্গ মঞ্জরী ও সখী।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৩ই তারিখের পত্র পাইলাম। আপনি গুরুতত্ত্বে আপাত বিরোধময় বিচার-বিবর্ত্ত আবাহন করিয়াছেন।

নশ্বর বিশ্ব ভগবানের বহিরঙ্গশক্তি-প্রকটিত; উহাতে গুণত্রয় ক্রিয়াবিশিষ্ট। আর নিত্য জগৎ চিচ্ছক্তি-প্রকটিত; তথায় হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই শক্তিত্রয় সর্বক্ষণ কার্য্য করেন। চিচ্ছক্তি-প্রকটিত জগৎ অচিচ্ছক্তিসৃষ্ট জগৎ হইতে ভেদধর্ম্ম-বিশিষ্ট। জীবের স্বরূপ—ভেদাভেদ-প্রকাশ এবং ভগবানের তটস্থা শক্তি হইতে

উদ্ভূত। ভগবানের এই তিনটী শক্তিই নিত্যা। যখন তটস্থা শক্তি-প্রকটিত জীব অনিত্য সংসারে ভোগী হয়, তখন সে গুরুপাদ-পদ্মে ভেদ দর্শন করে। গুরুদেব চিচ্ছক্তিতে নিত্য অবস্থিত হইয়া তটস্থ শক্তিতে বহু জীবের নিকট পরিদৃষ্ট হন। ভজন-পরিপক্কতায় অনঙ্গ মঞ্জরীকে তাঁহার সেব্যা শ্রীবার্ষভানবীর সহিত অভেদতত্ত্ব বলিয়া জানা যায়। তজ্জন্য শ্রীবার্ষভানবী স্বয়ং-রূপ আশ্রয়বিগ্রহ এবং স্বয়ং প্রকাশ আশ্রয়ানুগ বিগ্রহ অনঙ্গ-মঞ্জরী মুক্তজীবের স্বরূপোদ্বোধনের জন্য প্রকাশিত। কোন সৌভাগ্যক্রমে মুক্তজীব কুণ্ডতীরে গমন করিলে মধুর রতিতে অপর রতিসমুদয়কে অঙ্গীভূত করিয়া লয়। ভেদাভেদ-প্রকাশ শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে মধুর রতিতে স্বয়ং প্রকাশ বলিবার পরিবর্ত্তে স্বয়ংরূপা ও স্বয়ং প্রকাশার বিচার পর পর দর্শন করেন। ঠাকুর মহাশয়ের "গুরুরূপা সখী বামে" প্রভৃতি বাক্য আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সখী বার্ষভানবীরই কায়ব্যূহ এবং তাহা হইতে অভিন্না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শরণাপত্তি ও আনুকূল্য-বিচার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা
২২শে আশ্বিন, ১৩৪১
৯ই অক্টোবর, ১৯৩৪

কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা-প্রাপ্তি জীবের শিরোধার্য্য—কৃষ্ণভজনোদ্দেশ্যে শারীরিক নিরাময়তা লাভেচ্ছা ভক্ত্যনুকূল ব্যাপার।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৫ই তারিখের পত্র পাইয়া আপনার শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ জানিলাম। কৃষ্ণকৃপায় শারীরিক সুস্থতা অনুভব করিয়া কৃষ্ণের ভজন করুন—ইহাই কৃষ্ণের স্থানে প্রার্থনা। শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য। কেবল কৃষ্ণভজনার্থী হইয়া শারীরিক মঙ্গল লাভ করিবার ইচ্ছাও ভক্তির অনুকূল ব্যাপার। অনর্থযুক্তভাব লাভ করিবার জন্য নিরাময় হইবার আকাঙ্ক্ষামূলে ভগবানের নিকট

হইতে অভক্তের সেবা আদায়ের যে চেষ্টা, তাহা বরণীয় নহে। পরন্তু বিঘ্নবিনাশন গণেশের ও বিঘ্নবিনাশক শ্রীনৃসিংহদেবের পাদ-পদ্মে কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে নিরাময়তা লাভের প্রার্থনা নিশ্চয়ই আদরণীয়।

আপনার নাম—'শ্রীদয়াময় ভগবদ্দাস অধিকারী' জানিবেন। আমরা ঊর্জ্জব্রত পালন করিবার জন্য মথুরায় আগামী পরশ্ব যাইতেছি। আশা করি, আপনার ভজন-কুশল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীমথুরার স্বরূপ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গঙ্গাভবন

পোঃ মথুরা

১২ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

২৯ অক্টোবর, ১৯৩৪

অসুস্থাবস্থায়ও কৃষ্ণভজনে ঔদাসীন্য যুক্তিযুক্ত নহে—শ্রীমথুরাধাম।

বিহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বিকেয়ম্—

আপনার ৭ই কার্ত্তিকের লিখিত কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি আমাদের অনেকের প্রতি স্নেহবিশিষ্ট তাহা আপনার প্রতি পত্রেই জানিতে পাই।

সম্প্রতি আমি শ্রীমথুরাধামে নিয়ম-সেবা-পালনে নিযুক্ত। আমার দৈহিক অবস্থা ভাল না থাকিলেও কৃষ্ণভজনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া কৃষ্ণভজন হইতে বিরত হইব না, মনে করিতেছি। তবে একেবারে অসমর্থ হইলে ভজন কেবল স্মরণ-মাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে।

শ্রীমথুরা—ভগবজ্জন্মভূমি। শুধু তাহাই নহে, এ স্থান নিয়মমাত্র-গ্রাহী স্মার্ত্তের পতনভূমি। এই পুরী—সাধারণী গণিকাভাবযুক্তা কুব্জার চিন্তাস্রোতো-দমনী, লৌকিক জ্ঞান-দৃপ্ত জনসঙ্ঘের প্রতাপবান্ পথদ্বয়রূপ চাণূর-মুষ্টিকাদি মল্লের মায়াবাদ-অপসারণী, আর কর্ম্ম-জ্ঞানাবৃত প্রতিকূল-কৃষ্ণানুশীলনকারীর সমাধি-ক্ষেত্র ; সর্ব্বোপরি বিপ্রলম্ভবিধায়িনী এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও ভক্ত-গোষ্ঠীর সহিত শ্রীরূপের মাসাবধিকাল যাবৎ অধিষ্ঠান-ভূমিকা।

আপনি পণ্ডিত। আপনাকে এই সকল কথা লেখাই বাহুল্য। অত্রস্থ কুশল জানিবেন। ইতি—

শ্রীকার্ষ্ণ কিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বিমুখের স্বভাব, মঙ্গলকামীর কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গঙ্গাভবন
ড্যাম্পিয়ার পার্ক,
মথুরা
২২ই কার্ত্তিক, ১৩৪১
২৯ অক্টোবর ১৯৩৪

ভগবৎসেবা-বিমুখ জীবগণের স্বভাব—অসৎসঙ্গ অধঃপতনের মূল—সৎসঙ্গ ও সাধুশাস্ত্র জীবনপথের সম্বল—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের বিজয়োৎকর্ষই গৌড়ীয়মঠের একমাত্র উপাস্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৫শে তারিখের লিখিত বিস্তৃত পত্র পাঠ করিলাম। আমরা সম্প্রতি শ্রীমথুরায় কার্ত্তিকসেবা-নিয়ম-পালনে নিযুক্ত-আছি।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে যখন কৃষ্ণবিমুখ জীবের সহিত সেবোন্মুখ জীবের সাক্ষাৎকার ঘটে, তখন অসৎসঙ্গজনিত অভদ্রনাশিনী কথা-সমূহ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া অঘ-বকাদি অসুরগণের বধসাধনে কৃষ্ণের সহায়তা করে যাঁহারা কৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহাদিগকে

দুর্ব্বল-জ্ঞানে আমরা অস্ফুটবাক্ বালকের চাপল্যের হ'স্তে নির্য্যাতিত হই, উহা আমাদের প্রাক্তন দুষ্কৃতির 'জের'। কাহাকে কৃষ্ণ বলে ?— কৃষ্ণভক্ত কে ও কিরূপ ?— জীবের নিত্য প্রয়োজন কোথায় অবস্থিত ? —এই সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া অর্ব্বাচীনগণ আবোল-তাবোল কথায় স্বীয় সেবা-বৈমুখ্য প্রকাশ করিয়া 'চঙ্গ' সাজিতে ইচ্ছা করেন। এই অনুকরণপন্থী অসুরগণের চিত্তদর্পণ অমার্জ্জিত হওয়ায় তাঁহারা নামাপরাধীকে গুরুজ্ঞান করেন এবং নামকীর্ত্তনকারীর সঙ্গে তাহাদের শিশ্নোদর তর্পণের সম্ভাবনা না দেখিয়া তাঁহাকে যমসদৃশ মানিয়া মরণ-কামড় কামড়ায়। বহির্ম্মুখতা ও বিষয়ীর পোষাকে ক্ষুদ্র ধনমদ, বিদ্যামদ, অকিঞ্চিৎকর রূপমদ ও নির্ব্বুদ্ধিতারূপ অভিজ্ঞতা প্রভৃতিকে বড় করিয়া তুলিয়া প্রকৃত কৃষ্ণ-সেবায় বিমুখ হয়। তাহাদের কৃপণস্বভাব হরিসেবায় বিমুখ হইয়া "অসুরে যে লুটিয়া খায় কৃষ্ণের সংসার", সেই আসুরবৃত্তিকে কৃষ্ণভক্তি মনে করে! "ঈশাবাস্যম্" মন্ত্র তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। ভোগি কুল ভোগের বাধা পাইলে উহাদের সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া জ্ঞান করে এবং মিছা ভক্তিকে 'ভক্তি' বলিয়া মনে করিয়া আত্মপ্রতারণা সাধন করে। ভক্তের স্তুতি করিবার পরিবর্ত্তে অভক্তকে ভক্ত সাজাইতে কৃষ্ণসঙ্কল্প হয়।

বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিবার চক্ষু তাহাদের কোথায় ? তবে একটা বিষয়ে তাহারা বড়ই ভাল করে অর্থাৎ আমার ন্যায় হরিসেবা-বিমুখের প্রতি কটাক্ষ করিয়া আমার উপকার করে। কিন্তু আমার আরাধ্য বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া পিতৃপুরুষসহ

নরকগামী হয়। ইহাই আমাদের দুঃখের বিষয়। সামান্য বুদ্ধিকে বিচারকের পদে স্থাপন করিয়া নিজের পায়েই কুঠারাঘাতকারী ভোগী ও ত্যাগিনামধারী বদ্ধজীব অহঙ্কার পোষণ করে; উহাতে বিচলিত হইবার প্রয়োজন নাই। ভাগ্যহীন দ্বিপদ পশু অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যে পথ গ্রহণ করে, উহা তাহাদেরই নিজ কদর্য্য স্বরূপের প্রকাশ করিয়া দেয় এবং উহাই তাহাদের গন্তব্য পথ। আপনি ঐ সকল বিপথগামীর সহিত সঙ্গ করিবেন না। অসতের সঙ্গ করিলে অধঃপাত হয়।

দুর্ল্লভ মনুষ্য জীবন পাইয়া নিজের মঙ্গল সাধন করুন। অধঃপতিত দুঃসঙ্গরূপ মিছাভক্তকে কোন প্রকারেই প্রশ্রয় দিবেন না। "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"। মর্কটগণের সঙ্গক্রমে তাহাদের শিষ্য হওয়ায় কৃষ্ণবৈমুখ্য ও কার্ষ্ণসেবা-বৈমুখ্যই তাহাদের অপরিহার্য্য স্বভাব হয়। জন্ম-জন্মান্তরে তাহাদের মঙ্গল আকাঙ্খা করিয়া স্বজনাখ্য দস্যুগণের সঙ্গ কায়মনোবাক্যে পরিহার করিবেন। যাহারা ভোগ বা ত্যাগ স্বীকার করে, তাহারা ভক্তির উল্টাপথেই চলিতেছে। উহারা যমদণ্ড্য মিছাভক্ত মাত্র। খলস্বভাব-প্রযুক্ত জড়ভোগী জড়রসানন্দী—অদীক্ষিত ও দিব্যজ্ঞান-বর্জ্জিত। অসতের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ ও সাধুশাস্ত্র মিলাইয়া জীবনপথে অগ্রসর হউন; পাষণ্ডী অঘ-বকাদি সূর্য্যোদয়ে ভূত-প্রেত-পিশাচাদির ন্যায় অন্তর্হিত হইবে। মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টক'-লিখিত "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন"ই গৌড়ীয়মঠের একমাত্র উপাস্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গুরুলঙ্ঘন ও প্রতিষ্ঠাশা সর্ব্বনাশকর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর
১৬ই পৌষ, ১৩৪১
১লা জানুয়ারী, ১৯৩৫

অতিরিক্ত অর্থ ও বাহাদুরীর গরম ভগবদ্ভক্তের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে—ভক্তের প্রতিষ্ঠাশা পরিত্যজ্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্র পাইলাম। পত্র পাইয়া আমি কিছু আশ্চর্য্যান্বিতই হইলাম। আপনার হস্তে অনেকগুলি কার্য্য সেদিন নিষ্পাদ্য ছিল। সেইজন্যই বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যে, সেইগুলি না করিয়া বৃথা আমার সহিত কষ্ট করিয়া আসিবার আবশ্যকতা নাই,—ইহাতে অনাত্মীয়তার কি আছে? * * *

যাহা বুঝিতে পারিতেছেন, উহা লিখিয়া Co-ordinate authority হইবার কেন যত্ন করিলেন, বুঝিলাম না। Co-ordinate authority

ব্যতীত কি কেহ ঐরূপ ভাষায় বলিতে পারে? অতিরিক্ত অর্থ ও বাহাদুরীর গরম ভগবদ্ভক্তের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। তাহা হইলেই লঙ্ঘনজনিত অসুবিধাই হইতে পারে। আপনি আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমার চিত্ত কোন দিন "হামবড়া বাহাদুর" হইবার দিকে ধাবিত না হয়। * * * আমি অনেক সময় যাঁহাদিগকে আত্মীয়জ্ঞানে কর্কশ ও রূঢ়বাক্য বলিয়া থাকি, তাঁহারা মাপ করিবেন—এই উদ্দেশ্যেই বলি। যাহা হউক, এই ক্ষেত্রে আপনি বা আপনার আলোচনাকারিগণ সে উদ্দেশ্য হইতে আমাকে বঞ্চনা করিতেছেন।

আমরা কোনদিন আমাদের গুরুবর্গের নিকট আমার নিজের বক্তব্য বিষয় অন্যের দ্বারা বলিয়া পাঠাই নাই, তাহাতে মর্য্যাদার হানি হইবে, জানিতাম। * * অর্থকে অনর্থ বলিয়াই শঙ্করাচার্য্য জানাইয়াছেন। কিন্তু অমরা জড় স্বার্থকেই 'অর্থ' মনে করিতেছি!

একদিন শ্রীবল্লাভাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট "তিনি স্বামী মানেন না এবং ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে খুব মজবুত" বলিয়াছিলেন। এইরূপ মনোভাব পোষণ করিতে বল্লভাচার্য্যকে শ্রীমহাপ্রভু উৎসাহ দেন নাই। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী আমাদের ন্যায় মূঢ় ব্যক্তিকে "প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাশ্বপচরমণী" ইত্যাদি শ্লোক শিক্ষা দিয়াছেন। আপনার ভক্তবৃন্দকে এই সকল কথা বুঝাইয়া দিবেন এবং আপনি মর্ম্মাহত হইবেন না।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

দীক্ষিত ও অদীক্ষিতের পিতৃশ্রাদ্ধ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী
৩রা ফাল্গুন, ১৩৪১
১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫

বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তমতে-শ্রাদ্ধ-বিচার-প্রণালী—শ্রীনামাশ্রিত ভক্তগণের প্রতি উপদেশ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। * * মহাশয়ের পিতৃদেবের স্বধাম-প্রাপ্তি হইয়াছে, জানিলাম। তাঁহার যে পুত্র দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহার দশাহের পরে একাদশ দিবসে মহাপ্রসাদ দ্বারা পিণ্ড দিতে এবং শুদ্ধভক্ত বিপ্রগণকে সেবা করাইতে হইবে। উহা শ্রীগৌড়ীয়মঠে করিলে বৃথা ও অবিবেচক স্মার্ত্তের হাঙ্গামায় পড়িতে হইবে না। আর যে-সকল পুত্র হরিনাম করেন না ও সমাজের বাক্যবাণ সহ্য করিতে পারিবেন না, তাঁহারা স্মার্ত্তমতে পিণ্ড দান করিবেন, উহাতে * * মহাশয়ের আপত্তি থাকিবে না। শ্রীহরিনাম করিয়া পিতৃপুরুষগণকে প্রেত-জ্ঞান শাস্ত্রানুমোদিত নহে। তবে স্মার্ত্তমতে যে-সকল ব্যবস্থা আছে, উহা অধিকার-

বিচারে ব্যবস্থিত। বিশেষতঃ স্মার্ত্তমতে শ্রাদ্ধ করিলে পুনরায় মাতৃকুক্ষিতে গমন করিতে হয়। ভগবদ্-ভক্তগণ তাহা কখনও স্বীকার করেন না।

শ্রীমানের জননী হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি পুত্রের বিচার গ্রহণ করিবেন। তিনি স্মার্ত্তের পললান্ন শ্রাদ্ধের বিষয়ে মৌন থাকিবেন। স্মার্ত্তের বিচার যখন শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ভগবানের নিজ-জনগণ জানাইয়াছেন, তখন অবিচারক স্মার্ত্ত-পদ্ধতি ভক্তগণ স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন। আর মুক্তগণের শাস্ত্র ও বিচার-প্রণালী স্মার্ত্তের বোধগম্য নহে। আপনি এই সকল কথা বিলক্ষণ অবগত আছেন; সুতরাং আমার উক্তি অনুসারে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবেন।

শ্রীমান * * শূদ্র-বিচারে শোকের চিহ্ন ধারণ করিবেন না; কারণ, ভক্তের প্রাপ্তিতে ভক্তগণের শোক হয় না। কিন্তু তাঁহার অন্য শোকতপ্ত ভ্রাতৃগণ শূদ্র-বিচারে ত্রিংশৎ দিবস শোকচিহ্ন ধারণ ও কাচা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন।

শ্রীমান * * ও অন্যান্য নামাশ্রিত ভক্তগণ প্রত্যহ শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের স্মার্ত্ত-বিধির জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না। পরলোক গমন করিয়া বৈষ্ণব প্রেত হন এবং তাঁহার শ্রাদ্ধ অনিবেদিত বস্তুতে হইবে বলিয়া যে কুমত চলিত আছে, সে-সকল কথা হইতে আপনি দূরে থাকিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অচঞ্চলতা ও তিতিক্ষা ভক্ত্যনুকূল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পুরী
৮ই ফাল্গুন, ১৩৪১
২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫

ভগবৎসেবাবিমুখ ও ভগবৎসেবোন্মুখগণের পরিণাম—হরিসেবার বাধক কর্ম্মসমূহ—আত্মমঙ্গলোপদেশ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার পেন্সিলে লেখা একখানি চিঠি পাইলাম। ভগবানে ভক্তি থাকিলে জীবের অসন্তোষের কোন কারণ থাকে না। এই পৃথিবীতে আমরা সেবাবিমুখ হইয়াই কর্ম্মফলাধীন হই। কর্ম্মফলে কখনও সুখভোগ বা প্রণয় আবার কখনও বা দুঃখভোগ বা বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হই। ভগবৎসেবার প্রয়োজন বোধ উদিত হইলে যাবতীয় ক্লেশ ও সুখৈষণা আমাদের কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। তুমি সর্ব্বদা ভগবানের সেবায় মন দিবে। কেহই তোমার ক্ষতি করিতে পারিবে না। চঞ্চল হইয়া বা কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট ভাব

প্রদর্শন করিয়া যদি তুমি পৃথিবীতে থাক, তাহা হইলে ভগবৎসেবার কথা তোমার মনে পড়িবে না। বাক্‌যুদ্ধ, দেহযুদ্ধ ও মানসিক অসন্তোষরূপ যুদ্ধ তোমাকে হরিসেবা করিতে দিবে না। সুতরাং তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন হইয়া ভগবদিচ্ছাক্রমে স্যমন্তপঞ্চকে থাক, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। যেদিন শ্রীগৌরহরি তোমাকে অন্যত্র পাঠাইবেন, সেই দিনের জন্য তুমি অপেক্ষা কর।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শুদ্ধভক্তি ও মিছাভক্তি এক নহে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

১৪ই ফাল্গুন, ১৩৪১

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫

ভক্তের ক্রিয়া ও মিছাভক্তের দৌরাত্ম্য—সেবোন্মুখগণের কর্ত্তব্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার ২৬।২।৩৫ তারিখের পত্র ও কুঞ্জবাবুর নামীয় কার্ড দেখিলাম। অবৈষ্ণব গৃহী বাউলগণ ভোজন করিয়া থাকে, চীৎকার করিয়া গান গাইয়া পিত্ত বৃদ্ধি করে, আপনাদিগকে 'বৈষ্ণবব্রুব' বলে, অভক্ত সজ্জায় ভগবদ্‌বিশ্বাস রহিত হয়, অর্চ্চন করে, পরিক্রমা করে, কপট ভেকধারীর বেশে বেড়ায়; ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য আচরণ না করিলেও উহাদের ন্যায় অনুকরণ করেন না—মহাজনের অনুসরণ করিয়া থাকেন। ভক্তের ক্রিয়া ও মিছাভক্তের দৌরাত্ম্য বাহিরে এক দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দুগ্ধ ও চুণগোলার ন্যায় উভয়ের মধ্যে "আশমান্‌-জমিন্‌ ফারক্‌"।

* * প্রভু এই সকল বুঝিয়া ছুঁচো মারিয়া হাতে গন্ধ করার পরিবর্ত্তে ঐ সকল পাপী আর অরিদিগকে বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলে প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হইবে। অভক্ত ও মিছাভক্ত প্রভৃতির সহিত আমাদের চিরদিনই দুঃসঙ্গ-ত্যাগের প্রস্তাব আছে, তবে তাহারা বে-আদবি করিলে "ন্যূনং নানা মদোন্নদ্ধং শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ। তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা॥"—নীতির অবলম্বন ভাগবতের অভিপ্রেত হইলেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি। ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি"॥—এই উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং রজস্তমো-গুণ-তাড়িত দ্বিপাদ মানব-মূর্ত্তিধারী মানবেতর ব্যক্তিগণের নিন্দা-প্রশংসার প্রয়োজন নাই। কপট যাত্রিগণ আমাদের প্রজা বা শিষ্য নহে, সুতরাং তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করার আবশ্যকতা নাই। অসৎ লোক অসৎ চিন্তা করুন, ভক্তগণ ভক্ত ও ভগবানের চিন্তা করুন। অবৈষ্ণবগণের 'বৈষ্ণব' হইবার বাসনা বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের ন্যায়।

শ্রীনিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

আচার্য্য-চরিত ও দৈব-বর্ণাশ্রম

(ইংরাজী পত্র হইতে অনুদিত)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার
কলিকাতা
২৩শে চৈত্র, ১৩৪১
৬ই এপ্রিল, ১৯৩৫

আচার্য্য-জীবন চরিতের প্রথমাংশ—সমাজ-সংগঠন-বিষয়ে আচার্য্যের অভিমত—দৈব-বর্ণাশ্রমের তাৎপর্য্য।

প্রিয়—,

তোমার ২৯শে মার্চ্চ তারিখের বিমানডাকের পত্র এইমাত্র প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপনের জন্য অদ্য আমরা প্রায় বিশমূর্ত্তি ঢাকা যাত্রা করিতেছি। ৮ই এপ্রিল সোমবার ভিত্তি সংস্থাপন-কার্য্য সম্পন্ন হইবে এবং ১২ই এপ্রিল শুক্রবার ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে অর্চ্চাবিগ্রহগণ প্রকাশিত হইবার কথা আছে। * *

* * * মে মাসের পূর্ব্বে আমাদের এখান হইতে বিলাত যাত্রা করার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আগামী সিলভার জুবিলি-উৎসবকালে লণ্ডন যাওয়া সম্ভব হইবে না।

তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর যতটা স্মরণ হয়, তারিখাদি সহ অতি সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল—

১। আমি রাণাঘাট উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করি। তৎপরে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় অরিয়েন্টেল্ সেমিনারিতে ভর্ত্তি হই। পরে ১৮৮৩ অব্দে অর্থাৎ কলিকাতার প্রদর্শনীর বৎসর অক্টোবর মাসে শ্রীরামপুর ইউনিয়ন স্কুলে ছাত্ররূপে প্রবেশ করি। ১৮৮৭ অব্দে অর্থাৎ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের জুবিলি-বর্ষে আমি শ্রীরামপুর স্কুল পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা মেট্রপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হই। * * *

২। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করি।

৩। তৎপূর্ব্বেই ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সারস্বত চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয় এবং উহা ১৯০১ বা ১৯০২ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়াছিল।

৪। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আমি স্বাধীন ত্রিপুরা-ষ্টেটে কর্ম্ম গ্রহণ করি এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমাকে পূর্ণ বেতনে পেন্‌সন্ দেওয়া হয়। আমি উহা ১৯০৮ সন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম।

৫। আমি ১৯০১ সালে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করি। ইহার কএকমাস পূর্ব্বে আমি শ্রীগুরুদেবের দর্শন পাইয়াছিলাম।

৬। আমি ১৯০১ সালে পুরী গমন করি। এই সময় হইতে পুরীর সহিত আমার সম্পর্ক অধিক হইল এবং ১৯০৪ সনে পূর্ণ এক বৎসর তথায় অতিবাহিত করি। আমি ১৯০৪ সালের শেষভাগ হইতে ১৯০৫ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত পুরী হইতে যাত্রা করিয়া দক্ষিণভারত পরিভ্রমণ করি।

৭। এই সময় হইতে আমি শ্রীমায়াপুরে বাস করিতে থাকি এবং মধ্যে মধ্যে পুরী যাই। শ্রীমায়াপুরে আমি ১৯০৫ সাল হইতে শ্রীমহাপ্রভুর বাণী প্রচারের কার্য্য আরম্ভ করি।

৮। ১৯০৬ সালে শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার ঘোষ আমার প্রথম বান্ধব (দীক্ষিত শিষ্য) হইয়াছিলেন।

৯। আমার সমাজ-সংগঠন-আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ভক্তসমাজেই আবদ্ধ ছিল। অভক্ত বা নাস্তিক-সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কারে আমার কোন অভিপ্রায় নাই। সমাজ-বিধানের সংস্কার-কার্য্য কোনদিনই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু ভগদ্ভক্তগণ যাহাতে তাঁহাদের পারমার্থিক অনুষ্ঠান-সমূহ অবাধে পালন করিতে পারেন, তদুপায়-প্রবর্ত্তনে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম। ভগবদ্ভক্ত-গণের অসুবিধা দূরীকরণরূপ আমার এই কার্য্যে স্মার্ত্ত ও অন্যাভিলা-ষিগণের বদ্ধসংস্কারসমূহ বিভিন্ন বিঘ্নকর হইয়াছিল।

আমি জানিতাম যে, দৈব-বর্ণাশ্রমে অনুষ্ঠীয়মান বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মর্ম্ম। প্রচলিত বর্ণাশ্রম বাস্তব বর্ণাশ্রমের অনবদ্য বিচার হইতে ভ্রষ্ট ও বিকৃতগ্রস্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ, সংস্কার ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াসমূহ সাধকগণের পারমার্থিক স্বাস্থ্য-সম্পাদনের সহায়ক। অতএব আমি স্মার্ত্ত ও নিরীশ্বর সমাজের নির্দ্দয়তা-বঞ্চিত সমাজ-বিধান-সমূহ প্রবর্ত্তনে বাধ্য হইয়া-ছিলাম।

স্মার্ত্ত জনসাধারণের সমাজ-সংগঠনের পরিবর্ত্তে প্রধানতঃ ভাগবত-গণের সেবার নিমিত্ত যোগ্য সেবক-সংগ্রহ-কার্য্যে আমার প্রাথমিক প্রযত্ন নিযুক্ত হইয়াছিল। তুমি অবগত আছ যে, আমি যখন

হরিসেবার উদ্দেশ্যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনরুদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছিলাম, তখন নিরীশ্বর জনসাধারণের মতবাদের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার আমি গ্রহণ করি নাই।

ভাগবতগণ একটি পৃথক্ জাতি গঠন করিলে অবস্থা কিরূপ হইবে, আমি জানি না। আমার বিচারে তাঁহাদের নিজ (পূর্ব্ব) বর্ণ-ব্যবহার-সংরক্ষণে স্বতন্ত্রতা দেওয়া যাইতে পারে, অথবা তাঁহারা যদি নিষ্কপট ও সংসাহসী হন, তবে ভ্রান্ত-সমাজের নিগড় হইতে আপনাদিগকে পরিমুক্ত রাখিবেন। এই সমস্ত বিচার ও ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বিচার ও অবস্থানুরূপ প্রয়োজনীয়তার উপর রক্ষিত হইয়াছে।

স্মার্ত্ত-বিচারের পোষণকারিগণ বৈষ্ণব-বিচারের প্রতি যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না। সুতরাং ব্যবহারাপেক্ষাযুক্ত ও তন্নিরপেক্ষগণের মধ্যে যে পার্থক্যসমূহ, তাহা তুমি নিজেই বুঝিতে পার। ব্যক্তিবিশেষের কি বর্ণ হওয়া উচিত, তন্নিরূপণই দৈববর্ণাশ্রমের মর্ম্ম, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বভাব-ধারার সহিত বংশগত পরিচয়ের একাকার করা উহার উদ্দেশ্য নহে।

যদি তুমি যত্নপূর্ব্বক "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" শ্লোকটি স্মরণ কর, তবে আমার বিচার ধারা বুঝিতে পারিবে। বিশেষতাকে সামান্যশ্রেণীভুক্ত করার প্রয়োজন নাই।

তুমি জান যে, আমাদের প্রত্যেকটি প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উপদেশ-সংযুক্ত থাকায় আমরা স্বমত-বিরুদ্ধ হইতে পারি না। কিন্তু অপর পক্ষের অস্থির দর্শনে আপাত বিরোধী বিচার-সমূহ একাকার বলিয়া মনে হইতে পারে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বদ্ধজীবের প্রতীক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা
২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২
১৬ই মে ১৯৩৫

প্রতিষ্ঠাতা শৌকরীবিষ্ঠাতুল্য—জীবদ্দশায় সাধকের প্রতীক পূজা অধঃপতনের হেতু—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃপথ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১২ই তারিখে বালিয়াটি হইতে এবং ১৫ই তারিখে ঢাকা হইতে লিখিত কার্ড পাওয়া গেল। *** ঢাকার মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য শীঘ্র শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তজ্জন্য তথায় আপনার থাকার প্রয়োজন নাই। আমি সম্প্রতি কলিকাতায় আছি।

ভক্তগণের বাড়ীতে বাড়ীতে আমাদের ওয়েলপেন্টিং না থাকাই বা না রাখাই ভাল। প্রতিষ্ঠাশারূপিণী শৌকরীবিষ্ঠার কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। মৃত্যুর পর ঐগুলি আবশ্যক

হইতে পারে। জীবদ্দশায় প্রতীক পূজার সৃষ্টি হইয়ে আমাদের অধঃপতন হয়। শ্রীচরিতামৃতের আদি ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রসঙ্গে শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামীর ভাষা আমাদের সর্ব্বদা আলোচ্য। পথ দুইটি—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। ভক্তিপথের পথিকগণ—শ্রেয়ঃপন্থী; বিষয়ীসঙ্গ আমাদের পক্ষে অমঙ্গলকর।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

কৃষ্ণলীলা ও ভক্তির অনুকূল বিষয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"Armadale"
দার্জ্জিলিং
১লা আষাঢ়, ১৩৪২
১৬ই জুন, ১৯৩৫

প্রাপঞ্চিক বিষয়সমূহ কৃষ্ণলীলার অনুকূল—এ জগতে দুঃখ-প্রাপ্তি শ্রীভগবানের দয়ার নিদর্শন—"অলব্ধে বা বিনষ্টে বা" শ্লোকের তাৎপর্য্য।

বিহিত-বৈষ্ণব-সম্মান-পুরঃসর নিবেদন,—

আপনার ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের লিখিত পত্র আমি এখানে দার্জ্জিলিংএ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি এবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম—গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপার ব্রত অভ্যাস করিবার জন্য হংসক্ষেত্র বা কলিকাতায় গ্রীষ্ম ভোগ করিব। কিন্তু কৃষ্ণের ইচ্ছা অন্যরূপ হওয়ায় কএকজনের প্রচেষ্টায় এই শৈলে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি।

জড়জগতে অবস্থানকালীন নানা বিপত্তির বিচার আপনার পত্রে লিখিত হইয়াছে। ঐগুলি আমাদের কর্ম্মফলের অন্তর্গত। প্রাপঞ্চিক

বিষয়সমূহ—সকলই কৃষ্ণলীলার অনুকূল। আপনি (ব্রজবিলাসস্তবে) অবশ্যই পড়িয়াছেন যে—

যৎকিঞ্চিত্তৃণগুল্মকীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলাকূলং পরম।
শাস্ত্রৈরেবং মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সস্পৃহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে ॥

আমরা সংসারে সুখ পাইলে ভগবানকে ভুলিয়া যাইব বলিয়া আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই দয়াময়ের এই প্রপঞ্চ-নির্ম্মাণ। সুতরাং এখানে সুখে থাকিলে কৃষ্ণ-বিস্মৃতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই তাঁহার এই দয়ার পরিচয়। স্থূল আধ্যক্ষিক-ভাবে গৌড়ীয়মঠে অবস্থানের ব্যাঘাত হইলে আপনি ভক্তজনাবাস গৌড়ীয়মঠে নিরন্তর মানসে বাস করুন। "অলব্ধে বা বিনষ্টে বা" শ্লোকে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রজ-যাত্রায় আমাদের নিজেচ্ছাই কৃষ্ণের প্রতিকূল অনুশীলন ও বাধকস্বরূপ। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রকৃত স্বাস্থ্য, মায়াবাদীর দুঃসঙ্গ পরিত্যজ্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"Armadale"
দার্জ্জিলিং
১লা আষাঢ়, ১৩৪২
১৬ই জুন, ১৯৩৫

কৃষ্ণেচ্ছার বিরুদ্ধ চেষ্টা অমঙ্গলদায়ক—হরিভজনের দ্বারাই শরীর, মন ও আত্মার স্বাস্থ্য-লাভ—মায়াবাদীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

* *! তোমার ৬ই জুন তারিখের এক কার্ড কিছুদিন হইল পাইয়াছি। শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের পরে চৈত্র-বৈশাখ মাসে মথুরা-মণ্ডলে যাইবার প্রবল ইচ্ছা-সত্ত্বেও কৃষ্ণ-বাঞ্ছা প্রবল হওয়ায় আমাদের অবৈধী ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এজন্য চৈত্রমাসে তথায় যাইতে পারি নাই। আগামী দুর্গোৎসবের পরে বিজয়া-দশমী-দিবস বা তাহার পূর্ব্ব হইতে মথুরামণ্ডলে থাকিব, ইচ্ছা করিয়াছি। তবে কৃষ্ণের ইচ্ছা যদি অন্যরূপ হয়, তাহাতে আমার কোন হাত নাই,

বরং তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চেষ্টা করায় আমি দোষী সাব্যস্ত হইব। যাঁহারা আমার চৈত্রমাসে তথায় যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট বলিব যে, আমার ভজনের ত্রুটী থাকায় শ্রীধাম আমাকে আকর্ষণ করিবার পরিবর্ত্তে বিকর্ষণ করিয়াছেন। হরিভজন করিলেই শরীর, মন ও আত্মা—তিনটীই ভাল থাকিবে। আমার মত ভজনবিমুখ হইলে তিনটীই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে।

ভজন করিতে পারিলে আমাদের আর * * এর গীতা সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা হইবে না। ঐ দুঃসঙ্গ কৃষ্ণের ইচ্ছায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। আবার সেই দুঃসঙ্গ করিবার ইচ্ছাকে সংরক্ষণ করার কি প্রয়োজন? যেরূপ সংসারসুখ-প্রমত্ত সাংসারিক ব্যক্তি সুখের আধার হইতে বঞ্চিত হইলে পুনঃ তাহার অন্বেষণ করে, সেরূপ তোমার ন্যায় ভক্ত আবার মায়াবাদীর গীতা পড়িবার জন্য এত আগ্রহ করিবে কেন? মায়াবাদীর সহিত ভক্তের কোলাকুলি করা উচিত নহে। ইতি:—

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গৌর ও কৃষ্ণের লীলা-বৈশিষ্ট্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Armadale

দার্জ্জিলিং

৪ আষাঢ়, ১৩৪২

১৯শে জুন, ১৯৩৫

গৌর-কৃষ্ণের স্বরূপ—গৌরভক্তগণের রস-বিচার—গৌরনাগরী মতবাদ—জড়ভোক্তৃবর্গ-রচিত পদাবলী ভক্তগণের অস্পৃশ্য—অনুসচ্চিদানন্দ-প্রতীতি জীবের নিত্যধর্ম্ম।

প্রিয়—,

তোমার ৭ই জুন তারিখের ৬ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি পত্র পড়িলাম। তাহার ৫ম পৃষ্ঠায় তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিতেছি।

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥" কবিরাজ গোস্বামীর রস-শব্দ-ব্যবহার কিছু আউল বাউলাদি ত্রয়োদশ প্রকার অপধর্ম্মীর বিশ্বাসানুকূলে নহে। কৃষ্ণরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রস। গৌররূপ সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসের আস্বাদক। গৌররূপ বা রাধিকারূপ অভিন্ন গৌরসুন্দর কৃষ্ণরূপ নাহেন। তিনি কৃষ্ণরূপ-রসোৎকর্ষের প্রকাশক ও প্রচারক। এইজন্য সেই কৃষ্ণ ঔদার্য্যরস-বিগ্রহ নামে পরিচিত। গৌরসুন্দরের কৃষ্ণরূপ—মাধুর্য্যরসবিগ্রহ। গৌরসুন্দরের কৃষ্ণরূপ আস্বাদক-সূত্রে আস্বাদ্যগৌররূপ আস্বাদন করেন। কৃষ্ণের গৌররূপ কৃষ্ণরূপ-আস্বাদ্য গ্রহণের লীলাময়। আস্বাদক বিষয়বিগ্রহ বলিয়া

তিনি কৃষ্ণ। জীব কোন দিনই আস্বাদক অভিমান করিতে গেলেই কৃষ্ণকে ভোগ্যস্থানীয় জ্ঞান করিবে। যে-সকল ভাগ্যহীন কৃষ্ণ-বিমুখ জীব গৌরসুন্দরের ন্যায় বাস্তব কৃষ্ণ সাজিতে চাহে, তাহাদেরই ভগবৎপ্রসঙ্গ বিহীন এই অভক্তির সংসার। গৌরভোগী অপসম্প্র-দায়ের চিত্তবৃত্তি গৌরভক্তগণের চিরবিরোধিনী বৃত্তি। গৌরভক্তগণ রস বলিতে জড় রস বুঝেন না। পুরীর বাৎসল্য রস, রামানন্দের শুদ্ধসখ্যরস, গোবিন্দের শুদ্ধদাস্য রস, গদাধর-জগদানন্দ-স্বরূপের মধুর রস-প্রতীতি বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণানন্দ-জ্ঞাপক। ইহাঁরা সকলে কেহই স্বয়ংরূপ বিষয়-বিগ্রহ নহেন, পরন্তু আশ্রয়-বিগ্রহ-রসে রসিত। কৃষ্ণ গৌররূপে আশ্রয়-বিগ্রহ রসবিভাবিত। তাঁহার ভৃত্য পুরী, রামানন্দ, গোবিন্দ, গদাধর, জগদানন্দ ও স্বরূপ আশ্রয়ের বিষয়-রসানন্দ. ভোগের সহায়। বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণই একমাত্র ভোগী তদ্ব্যতীত আর সব তাঁহার ভোগ্য। কৃষ্ণভোগ্যগণ অর্থাৎ গৌর-ভক্তগণ সিদ্ধরূপে সকলেই আশ্রয়-বিগ্রহ ও তদনুগ। শ্রীগৌর-সুন্দরই একমাত্র কৃষ্ণোভক্তা, আপনাকে আশ্রয়বিচারে পূর্ণাবস্থিত ভোক্তা। ভোগ্য গৌরভক্তকুল আশ্রয়রসা-ভিষিক্ত ভোক্তা গৌর-কৃষ্ণের সহচরী-বিশেষ। সুতরাং বিষয়-বিগ্রহ ভোক্তা কৃষ্ণ এবং বিষয়-বিগ্রহ ও ভোগ্য আশ্রয়রূপ ভাবযুক্ত কৃষ্ণ বা গৌরসুন্দরের মধ্যে রসবিপর্য্যয় করিতে হইবে না। তের প্রকার আউল-বাউলাদির অনুগত চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন জনগণ সর্বক্ষণই এই বিষয়ে ভ্রম করিয়া থাকেন। শ্রীরূপানুগ-গণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকগণ কখনও বিবর্ত্তগ্রস্ত হন না। তাঁহারা জানেন যে, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীরামানন্দকে শুদ্ধ-সখ্যরসানন্দ-বিচারে—

শ্রীদাস গোস্বামীর—

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যস্ তে মম রসোঽস্তু সত্যম্।।

(বিলাপ কুসুমাঞ্জলি ১৬)

এই শ্লোকটী বিচার করিয়া সখীপর্য্যায়-স্থাপিত রামানন্দ রায়কে যুথেশ্বরীজ্ঞানে বার্ষভানবীর শুদ্ধ সখ্যরসাশ্রিত জানেন। সুবলাদি সখার ন্যায় তাঁহাদের বিচার নহে। পুরীর বালগোপাল-উপাসনা, রামানন্দের ললিতা-বিশাখোচিত শুদ্ধ সখ্য, গোবিন্দের চিত্রক-পত্রকাদির ন্যায় শুদ্ধ দাস্য, গদাধরের বার্ষভানবীর অংশ-বিশেষ-বিচারে বার্ষভানবী-দাস্য, জগদানন্দের সত্যভামার ন্যায় ঐশ্বর্য্যাভাসমিশ্র মাধুর্য্য, দামোদর-স্বরূপের ললিতোচিত যুথেশ্বরী-সখ্য-মাধুর্য্য প্রভৃতি, বিচার চতুষ্টয়ের ভাবসমূহ শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় কৃষ্ণাস্বাদন সাফল্য করিয়াছিলেন ও মিত্রবর্গের বাধ্য ছিলেন।

ইহাই কবিরাজ গোস্বামীর লেখার তাৎপর্য্য।

সজ্জনতোষণী ১৯শ, ২০শ, ২১শ, ২২শ, ২৩শ, খণ্ডে ও 'গৌড়ীয়ে' এই বিষয়টী কএকটী ভজন-বিষয়ক প্রবন্ধে আলোচিত ও বিচারিত হইয়াছে। তাহা হইলেও তুমি গৌরনাগরী নামক অপসম্প্রদায়ের এ সম্বন্ধে যে সকল views পাঠ করিয়াছ, তাহা বহির্ম্মুখ বিচার পর হওয়ায় উঁহাদের ঐরূপ ভ্রান্তি তোমাকেও ভ্রান্ত করিতেছে।

বিষয়বিগ্রহের ভোগ আশ্রয়াবলম্বনে বিষয়বিগ্রহের আশ্রয়গ্রহণ-লীলায় আশ্রয়জাতীয় ভোগ রসানুকূল, তদ্বিপরীত রসাভাস। এই জন্যই গৌরনাগরীবাদ—দুষ্টমত বা শাক্তেয় মতবাদ। অপ্রাকৃতের সন্ধান উহাদের না থাকায় জড়াভিমানবশে গৌরনাগরীগণ দুষ্টমত প্রচার করিয়াছে। মহাপ্রভুর পতিত্ব বৈধ-বিচারে লক্ষ্মীপ্রিয়া বা বিষ্ণুপ্রিয়ার অধিষ্ঠান ব্যতীত তদধীনাগণ শুদ্ধদাস্যর-সাশ্রিতা দাসীমাত্র। তাহাতে মুখ্যরসানন্দ-শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দরকে পতি বলায় ঐশ্বর্য্য-বিচারে অর্থাৎ dignified attitudeএ সেবকের ভাবোচ্ছ্বাস মধুর রতিতে হয় না। যেখানে মধুর রতিতে গৌরসুন্দরকে উদ্দেশ করিয়া পতি-শব্দের প্রয়োগ হয়, উহা গৌরসুন্দরের কৃষ্ণরূপ জানিতে হইবে। নতুবা রসোৎকর্ষ স্বীকার করা যাইবে না। বাসুদেবের, গোবিন্দদাসের, নরহরি সরকার ঠাকুরের পদাবলীর মধ্যে তত্ত্ববিদ্বেষ, জড়কামচেষ্টা প্রভৃতি ঢুকাইবার ইচ্ছা করায় অনেক স্থানে চরিত্রহীন অতাত্ত্বিক কামুকগণের দ্বারা জাল কবিতাসমূহ রচিত হইয়া interpolation হইয়াছে জানিতে হইবে এবং জাল পদগুলি ঐ প্রকার হীনচরিত্র অতাত্ত্বিকের দ্বারা backed up হইয়া চলিতেছে। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর যখন তাঁহার গ্রন্থে গৌরনারীদিগকে গর্হণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন মহাপ্রভু পরবর্ত্তিকাল হইতে এই প্রকার কুযোগীর চিন্তাস্রোত অভক্ত-সম্প্রদায় ভক্তব্রুব-পর্য্যায় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। শ্রীকবিরাজগোস্বামী প্রমুখ শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন না। যদি কেহ ঐতিহাসিক-বিচারে ঐ অতাত্ত্বিক লোকগুলির

সত্য সত্য অধিষ্ঠান স্বীকার করেন, পরবর্ত্তী সময়ে জাল নহে বলেন, তাহা হইলে আমরা উঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তের অপসম্প্রদায় নানা কুযোগি-বৈভব দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের সহিত রূপানুগ বৈষ্ণবগণের আকাশ-পাতাল ভেদ জানিবে। ঐ কবিতাগুলি spurious তাহাতে আর সন্দেহ কি? Anthropologyর নায়কগণ যদি অতাত্ত্বিক চৈতন্য-বিমুখ হন, তাহা হইলে ঐ অভক্তগণের কবিতাগুলিকে অস্পৃশ্য-জ্ঞানে উঁহাদের চিত্তবৃত্তি হইতে শতসহস্র যোজন দূরে অবস্থান করিব। ঐ সকল তত্ত্ববিরোধী ব্যক্তিদিগের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তগণের সংখ্যা কখনই বৃদ্ধি করাইব না। মাননীয় * * বাবু, * * বাবু, * * বাবু প্রভৃতি এই সকল কথা সুষ্ঠুরূপে বুঝিতে পারেন না বলিয়া সাহিত্যিক-সজ্জায় তাঁহারাও শুদ্ধভক্তিবিরোধী। তুমি আমার উপরিলিখিত কথাগুলি শত শতবার পাঠ করিয়া কবিরাজ গোস্বা-মীর কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিবে।

তোমার যত প্রশ্ন আছে, নির্ভীকভাবে নির্ব্বিবাদে তাহা সমস্ত জানাইতে পার। আমিও তাহা আমার জ্ঞানানুরূপ জানাইয়া দিব। তবে দূরস্থিত ব্যক্তিকে বুঝান কষ্টকর। তুমি এই সকল কথা ভারতে আসিয়া কএক বৎসর আলোচনা করিবার পর শুদ্ধভাবে বুঝিতে ও প্রচার করিতে পারিবে। নতুবা আমাদের ভারতীয় জড়ভোক্তৃ-বর্গের সম্পাদিত পদাবলী স্পর্শ করিলেও তোমার অমঙ্গল হইবে। জড়ভাব প্রবল থাকাকালে হরিলীলাকথা বুঝা যায় না।

বৈষ্ণব-সম্পূটের সহস্রাংশের কার্য্যও এই মাসের মধ্যে হইল না।

সুতরাং ভাবিকালে হইবে—এই আশা পোষণ করিয়া বসিয়া আছি।

তুমি স্বরূপতঃ শুদ্ধ জীবাত্মা, তুমি কেন মায়াবাদীর কথা, প্রকৃত-সহজিয়ার কথা বা নিজের কষ্টানুভূতির মধ্যে থাকিবে, বুঝিতে পারিলাম না। কৃষ্ণভক্তের অস্মিতা-বিচারে কোন ত্রিবিধ তাপ নাই। কেন না, দিব্যজ্ঞানলাভে অণুসচ্চিদানন্দ-প্রতীতি জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাহা হইতে তুমি কেন বিচ্যুত হইবে, বুঝিলাম না। পাশ্চাত্যদেশে ভোগপরতার বিচারটা শতকরা একশত। সুতরাং তাঁহাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস অত্যন্ত তরল, ফিকে মাত্র।

বর্ত্তমানে আমরা মঠাদিতে ঈশ্বর-বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বক্ষণ সেবকগণকে induce করিতেছি। ফল-লাভ—নিজ ভাগ্য-সাপেক্ষ। কৃষ্ণানুগ্রহ হইলেই সকলে লাভবান হইব। তুমি তোমাকে জড় ঘৃণ্য অবস্থায় সর্ব্বক্ষণ পতিত রাখিয়া আধ্যক্ষিকরূপে স্থাপন করিও না। সর্ব্বক্ষণ আশ্রয় জাতীয়ের রসালোচনা করিবে। তাহা হইলে জড় বিষয়-জাতীয় অভিমান তোমাকে ক্লেশ দিবে না। আমরা আমাদের মানস-চেষ্টায় সকল প্রকার ভোগে আবদ্ধ হইতে পারি। কিন্তু আত্মবৃত্তি ভক্তির উন্মেষ হইলে শুদ্ধ নির্ম্মল আত্মা সর্ব্বক্ষণ হরিকথার অনুসন্ধান করিবে।

আমি দার্জ্জিলিংএ ১৯ দিবস বাস করিতেছি। আমার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। কিন্তু chestএ চাপধরামত ক্লেশ অনেক সময় অনুভূত হইতেছে। এই ব্যাধিটা আমাকে ৫।৭ বৎসর হইতে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। জানি না; এই উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে হরিবিমুখ শরীরটা শীঘ্রই রাখিয়া যাইতে হইবে কি না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

স্বকীয় ও পারকীয় বিচারের মর্ম্ম

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Armadale, দার্জ্জিলিং
৭ই আষাঢ়, ১৩৪২
২২শে জুন, ১৯৩৫

সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণে পার্থিব দুর্নৈতিকতার একান্ত অভাব—স্বকীয় ও পারকীয় বিচার—কৃষ্ণানুশীলনপর চিন্তা সর্বদুঃখ বিনাশক— কৃষ্ণের স্বকীয় বিচারে উদ্বাহ ও গান্ধর্বাচরণে গান্ধর্ব্বিকা-লাভের অভেদত্ব।

প্রিয় * *,

সর্বকারণ-কারণ কৃষ্ণ আকরবস্তু হওয়ায় পার্থিব দুর্নীতি-সমূহ তাঁহাতে আরোপিত হইতে পারে না। প্রপঞ্চে বহু নায়ক বিরাজমান থাকায় একের প্রাধান্যে অপরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কৃষ্ণের বেলা সেরূপ নহে। কেহই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, অবৈধ লাভের সুখনিদ্রা তাহাদের ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে মাত্র। ইহজগতে স্বকীয়ের মহিমা নয়কোবিদগণ গান করেন। এখানে পারকীয় বিষয়ে পক্ষবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভগবদ্ধামে পক্ষান্তর না থাকায় ক্ষতির কথার অবকাশ নাই। ইহজগতে অভিজ্ঞতাবাদীর নিকট

অপস্বার্থপরতার ফল নিজেন্দ্রিয়-সুখলাভের মহিমা সকলেই বুঝিতে পারেন। সেই সুযোগটুকু অর্থাৎ অপরের স্কন্ধে হস্ত প্রদান করিয়া নিজে লাভবান্ হওয়ার যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতা ইহজগতে লক্ষিত হয়, উহা কৃষ্ণেরই প্রাপ্য বিচার করিলে কথাটা ভাল বুঝা যায়। আবার অন্যদিকে স্বকীয় বিচার ধরিতে গেলে তিনিই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বতোভাবে মালিক। bait or trapএ পড়িবার যোগ্যতা লইয়া যে-সকল অভিমন্যু দুঃখিত হয়, তাহাদের বিচারের দুর্ব্বলতামাত্র জানিবে।

পাশ্চাত্য জগৎ জড়ভোগে রত; তুমি এখন তাঁহাদের মধ্যেই অবস্থান করিতেছ। তবে আমাদের মত কৃষ্ণানুশীলনপর চিন্তায় তোমার জাগতিক ক্লেশসকল দূরীভূত হইবে। কৃষ্ণের স্বকীয় বিচারে উদ্বাহ এবং গান্ধর্ব্বাচরণে গান্ধর্বিকা-লাভ একই জিনিষ। কিন্তু গান্ধর্ব্ব-বিবাহের চমৎকারিতায় তামসপক্ষ অধিক আনন্দ বোধ করেন; মিশ্রসত্ত্বে উহার হেয়তা উপলব্ধি হইলেও শুদ্ধসত্ত্বে হেয়তা নাই।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অর্ব্বাচীনতার কুনাট্য ও তৎপ্রতিকার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়মঠ
প্রক্টর রোড্, বোম্বে ৭
৬ই শ্রাবণ, ১৩৪২
২২শে জুলাই, ১৯৩৫

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভগবৎকৃপোপলব্ধি—বহির্ম্মুখ কুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন জনগণের আচরণ—অসৎপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় প্রদান অবিধেয়—জীবের পরম-মঙ্গল-চেষ্টা দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী হওয়া আবশ্যক—ভক্তিপ্রতিকূল আচরণ ভগবৎলীলা-সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক।

স্নেহবিগ্রহেষূ—

আপনার পত্রের দুর্ল্লভতা-হেতু আমি চিন্তিত ছিলাম। পত্র পাইলাম বটে, আমি স্নেহাস্পদ ** বাবুর নিরাময়-সংবাদে নিশ্চিন্ত হইব, আশা করিয়াছিল, কিন্তু এখনও তিনি প্রাক্তন ক্লেশ ভোগ করিতেছেন জানিয়া চিন্তিত রহিলাম। ভগবৎকৃপা কি জিনিস, আমাদের অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে তাহা উপলব্ধি করিবার বিষয়। **

মূর্খগণ—ডেপোরা যে-সকল কুৎসিত নৃত্যে আত্মগ্লানি আনয়ন করে, উহা devil's dance বলিয়া মনে করি। শিক্ষিতের চক্ষু যে-কালে devil's dance দেখিবার শক্তি লাভ করে, তখনই উহা ভাল। নতুবা "নৈতৎ সমাচরেৎ" শ্লোকের বক্তা, শ্রোতা ও পাঠক—সকলকেই তমোগুণে লিপ্ত করায়। বিষ্ঠাভোজী মক্ষিকা যেরূপ

সৌগন্ধে বীতরাগী, ভোগিসম্প্রদায় তদ্রূপ কৃষ্ণভোগের কথায় ছট্‌-ফট্‌ করিয়া অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করে। সাধুপ্রসঙ্গক্রমে হৃৎকর্ণরসায়নী হরিকথার উদয়কে যাহারা torture মনে করে, সকল "ঠাকুর মা-নাত্‌নীর গল্প"বাজ নির্ব্বোধ পড়ুয়াগণের ডেঁপোমি, দম্ভ বা উক্ষ মৃত ডাঃ * * মিত্রের পাগলামীর মত হইয়া যায়। যাহাদের বিচারে Sacred text শব্দ ভোগীর কপটতা ভেদ করিবার তীব্র ঔষধ বলিয়া জ্ঞান হয়' সেই তমোগুণতাড়িত, রজোগুণ-প্রতিপালিত অবিবেচকগণ running deer হইয়া পড়ে। তাহাদের তখনও oural reception to the Transcendental Message এর eligibility হয় নাই। কপট সহজিয়ারা শ্রীচৈতন্যদেবকে তাহাদের হাতগড়া পুতুল মনে করিয়া পদ্মা-নীতির বশীভূত হয়। সেই অর্ব্বাচীনগণের অবিবেচনা-প্রসূত অস্ফুট কপ চানগুলি—

"তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা"

নীতির অন্তর্গত বলিয়া বিবেচ্য। উক্ত উদ্ধত ছোঁড়াটা বুড়ো হইয়া গেলেও বালচাপল্য সে ভুলিতে পারে নাই; সুতরাং beneath notice. ঠাকুর মা-নাতনীর গল্পপ্রিয়জনগণ উহাদের নির্ব্বোধিতা অপনোদন করিবার যে 'দাওয়াই' আসে, তাহার তীব্রতা সহ্য করিতে পারে না। আমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিত্যকৃষ্ণভক্তির অনুসন্ধান করিবার উপদেশ পাইয়াছি। তবে নিজোপকার, পরোপকার ও বন্ধুগণের মঙ্গলসাধনোদ্দেশ্যে আপনাদের যে কার্য্য পড়িয়াছে, তাহাতে বিমুখ জীবগণকে নির্ভেদজ্ঞান ও ভোগের হস্ত হইতে চিরতরে আপনাদের মুক্তি দিবার চেষ্টা দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী হওয়া আবশ্যক। তাই বলিয়া আমি এরূপ বলিতেছি না যে, ঐরূপ

কুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন জনগণের প্রমত্ততা নিবারণের জন্য আপনারা সতী চেষ্টা ছাড়িয়া দিবেন। তাহাদিগকে 'আস্কারা' দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়। এই শ্রেণীর লোকদিগকে কোন হরিকথা শুনান যাইবে না—এরূপ নয়। কিন্তু তাহারা মূঢ়—অন্যমনস্ক—বালচাপচ্য-যুক্ত থাকিলে তাহাদের নিকট উচ্চ হরিকথা বলিবেন না। "পশূনাং লগুড়ো যথা" যেখানে ঔষধ, সেখানে বাক্যকষাঘাত করাই শ্রেয়ঃ, তবে উহাদিগকে 'শিক্ষিত'-জ্ঞানে পরিগণিত না করিয়া "বর্ব্বর সাংখ্যবাদী" অভিধানে ভূষিত করাই আবশ্যক। Etherial vibration এর একটা particular range এর মধ্যে শব্দ শুনিবার যোগ্যতা বর্ত্তমানে আমাদের আছে। Range এর বেশী-কম হইলে উহা আমাদের নিকট বিষদৃশ বোধ হয়, তজ্জন্য আমরা জানি যে **advice gratis** এর বদলে তাঁহার নিকট হইতে **fee** দাখিল করিবার ক্রিয়াটিই তাহার পক্ষে **eligibilityর prominent mark** বা **criterion.**

জয়শ্রীর materials এর কার্য্য অধিক অগ্রসর হয় নাই। লেখক পাইলেই এবং ingridients বা materials আমার accessible হইলেই সুস্থ শরীরে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম কিন্তু বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। রাবণ বা কংস না থাকিলে—জটিলা-কুটিলা না থাকিলে লীলা--সৌন্দর্য্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ থাকার সময়ে চমৎকারিতা প্রসব করে না। কিন্তু নিত্যধামে ঐ undesirable elements এর প্রবেশ না থাকায় অবাধ সেব্য-সেবক-ধর্ম্ম সবিশেষ চিদ্‌বৈচিত্র্য সহ নিত্য বিরাজমান। সুতরাং উহা দূষ্য নহে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শুদ্ধভক্তিমঠসেবার উদ্দেশ্য ও স্বরূপ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
প্রক্টর রোড, বোম্বে-৭
৬ই শ্রাবণ, ১৩৪২
২২শে জুলাই, ১৯৩৫

মহাপ্রভু বিরোধী-সম্প্রদায়ের রাধাগোবিন্দ-ভজনে অপ্রাকৃতবুদ্ধি অসম্ভব—শুদ্ধভক্তি-প্রচারই আচার্য্যের মঠস্থাপনের উদ্দেশ্য—দুষ্পারা মায়া অতিক্রম সুকৃতি-সাপেক্ষ—ভোগ-প্রাধান্য সত্যোপলব্ধির প্রতিবন্ধক।

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার ১৮ই তারিখের একখানা বিস্তৃত পত্র পাইলাম। ঐ তারিখে * * * এর কার্ড পাইয়াছি। আপাততঃ * * * কে আবশ্যক হইতেছে না। সে পাটনায় যেরূপ কার্য্য করিতেছে, সেরূপ করিতে থাকুক। মধ্যে মধ্যে গয়ায় আসিয়া সে তোমাদের সাহায্য করুক।

তোমার লিখিত বিবরণ পড়িলাম। রূ—বাবু অ—র অনুগত ব্যক্তি। অ—বাবু আ—দাসের ভাগিনেয়ের জেঠ্‌তুত ভাই রা—দলের মতানুবর্ত্তী অর্থাৎ কর্ম্মী ও ভোগি-সম্প্রদায়ভুক্ত। স—ভোগী ও মায়াবাদী এবং প্রাকৃতবিচারবিশিষ্ট। স—শ্রীহট্টের হবীগঞ্জ

নিবাসী ও শৌক্রজাত্যভিমানে বিমূঢ় ব্যক্তিগণের প্রিয়; বিশেষতঃ হেনোথিষ্ট বা পাঁচমিশালি দলের সহিত স—এর সম্বন্ধ। মায়াবাদী বলিয়া সে বহু বিমুখদল সংগ্রহে পটু। মহাপ্রভুর বিদ্বেষী বলিয়া গৌড়ীয়গণ তাহার মুখ দর্শন করেন না। যাহারা নির্ব্বুদ্ধিতাক্রমে মহাপ্রভু বিরোধীর শিষ্য হয়, তাহারা রাধাগোবিন্দের ভজনে বা গৌরসেবায় অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হয় না। কপট ব্যক্তিগণ রাধাগোবিন্দের ভজন মুখে যে স্বীকার করে, তাহা লোকপ্রতারণা মাত্র। ঐ সকলকে সুপথে আনাইতে না পারিলে তাহারা সত্যের আদর করিবে না। রা—এর দল জড় সম্বন্ধবাদী এবং লৌকিক পরার্থিতার আবরণে আবৃত বলিয়া আমরা উহাদের সঙ্গ করি না। উহারাও গৌর-বিরোধী। এই সকল লোকের অনুগ্রহের উপর কিছু গয়ামঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শুদ্ধভক্তগণের ভজনোন্নতির জন্যই গয়ামঠ প্রতিষ্ঠিত। যে-কালে স—, রা—প্রভৃতি লৌকিক তাৎকালিক নায়কগণের পূজা সংসারে বিলুপ্ত হইবে, তৎকালেও অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণের সেবা নিত্যকাল প্রকটিত থাকিবে এবং শ্রীকৃষ্ণের গৌর-লীলার আদর্শ জীবের একমাত্র মঙ্গলের পথ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ঐ উভয় দলই প্রাকৃত বিচারবিশিষ্ট বলিয়া চরমে হলাহল মায়াবাদে নিমগ্ন। প্রপঞ্চে উহাদের তামসিক প্রবৃত্তি প্রবলা। সুতরাং * * * ও * * * প্রভুর অপ্রাকৃত বাণী জড়বিচার-পর রু—বাবুর ভোগের ইন্ধন যোগাইতে পারে নাই। রু—বাবুর আত্মীয়ের মনিব মহাশয় অর্থাৎ গয়ার রায় ষ্টেটের – বাবু স—দাসীয়া হওয়ায় মহাপ্রভুর বিদ্বেষী এবং গৌড়ীয় বা বাঙ্গালীর বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছেন। রু—এর সরলতার সুবিধা লইয়া স—দাসীয়া দল তাহাকেও বিপথগামী করিয়াছে।

রায়বাহাদুর কা—পরলোকগত ম—মহারাজের দ্বিতীয় মূর্ত্তি. তাহা আমি অনেক দিন হইতেই জানি। এজন্য তাঁহার সরলতার প্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। তিনি জনমত প্রিয়; শুদ্ধভক্তির কথা তাঁহার রোচমানা প্রবৃত্তি গ্রহণ করিতে অসমর্থ। গৌরসুন্দরের প্রতি তাঁহার একটু ভক্তি থাকিলে তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত—পদ্ধতি ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেন।—পত্রিকার সংবাদ-দাতা উকিলটিও শুদ্ধভক্তির অনুরাগী নহেন। কিন্তু আমরা গয়ামঠ কিজন্য স্থাপন কারিয়াছি তাহা লোকে ক্রমশঃ জানিতে পারিবে। ভোগীর ইন্ধনের যোগান ও জ্ঞানীর বিষয়-বিদগ্ধ-বিচারের অনুগমনের জন্য আমাদের গয়ামঠ স্থাপিত হয় নাই। পরন্তু শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্যই ঐ মঠ স্থাপিত হইয়াছে। মঠস্থাপনরূপ হরিসেবার দ্বারা আমাদের মঙ্গল হইবে। রু—এর অনুগ্রহ বা ভা—এর বিচার রা—এর দলের লোলজিহ্বা ও অশ্রুসিক্ত ভোগিগণের ঝরণা থামাইবার চেষ্টা আমাদের করিতে হইবে। কেবল দুই একটি টাকা দিয়া গয়ামঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল নহে জানিবে।

কর্ম্মীর কর্ম্মকাণ্ড ও জড়াভিমানীর আভিজাত্যের মূল্য অন্ধকপর্দ্দক-মাত্র। মায়াবাদীর ডেঁপোমি ও ভোগীর ভোগা দেওয়া কথার কপট সাহায্য আছে, তাহা লইবার জন্য তোমাদের আগ্রহ হওয়া উচিত নহে। পরন্তু যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিবে, নতুবা—

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥

শ্লোকের বিচার বুঝিতে না পারিয়া অসুবিধায় পড়িবে, অথবা ইহজগতে ভোগী থাকিয়া পরজগতে গুণমায়ায় মিশ্রিত হইয়া যাইবে।

*   *   *   *   *

রায় বাহাদুর কা—শঙ্করমতাবলম্বী পাঁচমিশালিদলের চিন্তাগ্রস্ত হইয়া আছেন। তবে লোকটা সদসৎ বিচারহীন সরল বলিয়া ভবিষ্যতে বিপদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা * * * ভোগিদল চিরদিনই আমাদের বিরুদ্ধ। গয়ায় সেই দল প্রবল হইতেছে। অসার মু—ও ইন্দ্রিয়তাড়নায় গয়ায় মঠ করিতে গিয়াছিল, উহার দল নানাভাবে তোমাদের সহিত কপটতা খেলিবে। ঐগুলিকে ভগবানের পরীক্ষা জানিবে। জীবের সৌভাগ্য না থাকিলে দুষ্পারা মায়াকে অতিক্রম করা কঠিন। মায়াবাদী ও ভোগী উভয়ই মায়াবদ্ধজীব। হরিপ্রপন্ন জনগণই কৃষ্ণভক্তের কৃপায় হিতাহিত জ্ঞানবিশিষ্ট, নতুবা আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যেও অনেকেই ভোগ-প্রাধান্যে চালিত হইয়া সত্যের উপলব্ধি হইতে বিরত হয়।

যদি সুযোগ করিয়া পাটনা ও গয়ামঠে আগমন করেন এবং ভূমি প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে সি—ও অ—প্রভুর কথা বুঝিয়া ঐসকল ব্যক্তি মঙ্গল-পথে আসিতেও পারে, অথবা জাহন্নমেও যাইতে পারে। গয়ায় কার্য্য করিবার জন্য ভা—কে লিখিতেছি। আমিও শীঘ্র ঐ প্রদেশে যাইতে ইচ্ছা করি। গৌড়ীয়মঠের উৎসবান্তে গয়ায় প্রবল-ভাবে প্রচার করিবার ইচ্ছা আছে; কৃষ্ণেচ্ছা হইলে উহা নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

হরিসেবকের প্রপঞ্চত্যাগে শিক্ষা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
কলিকাতা
১২ই শ্রাবণ, ১৩৪২
২৮শে জুলাই, ১৯৩৫

ভগবদ্ভক্তগণের প্রপঞ্চ-ত্যাগ-তাৎপর্য্য—ভক্তের সেবাদর্শ জীবের গন্তব্য-ধামের পথ-প্রদর্শক।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৬শে তারিখের পত্র বোম্বাই হইতে গতকল্য প্রাতে এখানে পৌঁছিয়া পড়িলাম। স * * মহাশয় প্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন জানিয়া আমাদের যারপর নাই দুঃখ ও ক্লেশ হইয়াছে। সমস্তই ভগবানের ইচ্ছা। ভগবান্ তাঁহার নিজ-জনগণকে অগ্রেই তুলিয়া লন, তাহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অযোগ্যতা প্রকাশ ও দুর্ভাগ্যবশতঃ কষ্ট হইতেছে।

তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি স্মরণ করিয়া আমরা আমাদের গন্তব্যধামে ক্রমশঃ যাইতে পারি। 'গৌড়ীয়া'দি সাময়িক পত্রে তাঁহার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক এবং ব্লক প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। * * তাঁহার একটি fitting memorial থাকা আবশ্যক— কোন সেবার আকারে। আপনার প্রবন্ধ পাঠ শেষ করিয়া এখনও প্রণবানন্দ প্রভুকে দিতে পারি নাই। অতি শীঘ্রই একটি "বর্ষ প্রারম্ভ" প্রবন্ধ লিখিয়া দিব।

শ্রীনিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীধাম-সেবা ও শ্রীধাম-ভোগ চেষ্টা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
কলিকাতা
১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪২
২৯শে জুলাই, ১৯৩৫

ভগবান্ ও ভক্তসেবা সংসারাসক্তিনাশক—শ্রীধামবাসিগণের প্রতি উপদেশ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আমরা গতকল্য প্রাতে বোম্বাই হইতে কলিকাতা পৌঁছিয়াছি। মঠের লোকের বিচারে ও গৃহস্থ নামধারী 'অধিক ভক্তগণের বিচারে পার্থক্য হইতেছে, দেখিতেছি। * * মহারাজ দিল্লী হইতে যে বিচার দেখাইয়াছেন, তাহাতে পাওয়া যায় যে, সেব্যতত্ত্ব একমাত্র ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণ। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই আমাদের গৃহব্রতধর্ম্ম কম পড়ে। কিন্তু শ্রীধামবাসিগণ যদি কুলিয়ার সহজিয়াগণের বিচারানুসারে 'বেশী ভক্ত' (?) হইয়া পড়িয়া মঠ-সেবকগণকে সেবকতত্ত্বে পরিণত করেন, তবে সেই সেব্যতত্ত্বগণ শ্রীধামসেবার পরিবর্ত্তে বৈকুণ্ঠের সেব্যতত্ত্ব হইয়া পড়িবেন। ভক্ত-সেবার জন্যই শ্রীধামে বাস সুতরাং ভক্ত ও ভগবানের সেবা

ব্যতীত তাঁহাদের নিকট 'অধিক' সহানুভূতি চাহিলে এবং তাঁহাদের কার্য্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে শ্রীধামসেবার পরিবর্ত্তে "শ্রীধামভোগ" নামক অপরাধ হইয়া পড়ে। শ্রীধাম ভোগ করা অপেক্ষা ভোগ্য ভূমিকায় বাস করিয়া দূর হইতে শ্রীধামের ভক্তগণেরই সেবা করা আবশ্যক। শ্রীধাম-ভোগী "ভক্তগণে"র (?) দেনা পরিশোধ করিবার অর্থ-সামর্থ্য মঠবাসিগণের বর্ত্তমানে না থাকিলে উঁহারা ঐ অর্থ তাঁহাদিগকে পুনঃ প্রদান করিয়া শ্রীধাম-ভোগিগণকে ভোগ্য আরামে বাস করিতে নিযুক্ত করিতে পারেন। শ্রীধামভোগ-কার্য্যে কে কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাহার একটা তালিকা হওয়া আবশ্যক।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীধাম-বাস ও শ্রীধাম-ভোগ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা
১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪২
২৯শে জুলাই, ১৯৩৫

হরিভজনোন্নতিই বিদ্যার ফল—সেবাবিমুখ জীবগণ আত্মঘাতী—শ্রীধাম-ভোগ ও শ্রীধাম-সেবা—সাধকের পক্ষে বিষয়ীর সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আমরা গতকল্য প্রাতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। শুনিয়া সুখী হইলাম, তোমার জননী ঠাকুরাণী শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্দিরে বাস করিতেছেন। তোমার ভজনোন্নতি শ্রবণ করিয়া আমাদের প্রচুর আনন্দ হইয়াছে—উহাই বিদ্যার সাফল্য। হরিভজনকারী ব্যতীত আর সকলেই নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী,—তুমি যে এই কথা বুঝিতে পারিয়াছ, তাহাতে আমাদের প্রচুর আনন্দ বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীধামে বাস করিয়া আমাদের ভজনোন্নতি হয়। শ্রীধাম-

ভোগিগণও শ্রীধামে বাস করিবার অভিনয় করেন। তাঁহারা জড় পুত্র, কলত্র, কন্যা ও নপ্তৃ প্রভৃতির সঙ্গসুখ পাইবার ইচ্ছায় এবং তাহাদের মৃত্যুর পর ঐ বংশে যাহাতে সুখভোগ বর্দ্ধন করিতে পারেন, তজ্জন্য ভগবান্ ও ভক্তগণের বিচারে দোষ দর্শন করেন। অবশ্য তুমি পণ্ডিত ব্যক্তি—"শ্রীধামভোগ" ও "শ্রীধামবাস"—এই শব্দদ্বয়ের পার্থক্য বুঝিতে পার। * * প্রভু * * প্রভু প্রমুখ শ্রীধামবাসী শ্রীমঠবাসী ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীধাম-ভোগ ও শ্রীধাম-সেবার পার্থক্য শ্রীযুক্ত * * বাবু প্রভৃতি ভক্ত্যুন্মুখ ব্যক্তিগণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে পারেন। আমি যত শীঘ্র পারি, তথায় গিয়া শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে শ্রীধামভোগ ও শ্রীধামসেবার কথা আলোচনা করিব। ঐ সভায় শ্রীযুত * *, শ্রীযুত * *, শ্রীযুত * * মহাশয়গণ উপস্থিত থাকিলে আনন্দিত হইব।

শ্রীধামভোগি সম্প্রদায় অবশ্যই জানেন যে শ্রীধামবাসিগণের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর-সেবা-বিমুখ সাধারণ কর্ম্মকাণ্ডীর চিত্তবৃত্তির সহিত সমান নহে। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর (শ্রীধামবাসী) চিত্তবৃত্তিতে পরমার্থই জীবনের প্রয়োজন এবং ভোগ্য বা আশ্রিত জন-গণের পরমার্থ-লাভের ব্যবস্থা করাই শ্রীধামবাসীর কর্ত্তব্য। তাহা ভুলিয়া গিয়া পূর্ব্ব অভক্তপর চিত্তগত বিচার আনয়ন করিয়া মঠবাসিগণের ছিদ্রান্বেষণ ও নিন্দাবাদে নিযুক্ত থাকিলে শ্রীভক্তিদেবীর শ্রীচরণে অপরাধপুঞ্জ সংঘটিত হয়।

আমরা যখন শ্রীধামে বাস করিতে আসি, তখন আশ্বস্ত হই যে, শ্রীধামে থাকিয়া আমরা নিজেরা ও আমাদের পরিজনবর্গ

পরমার্থ-পথের পথিক হইবে; অভক্তগণোচিত অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফল-ভোগ ব্রহ্মে বিলীন হইবার বাসনা খর্ব হইবে এবং ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারিব। কিন্তু এমন স্থানে আসিবার অভিনয়ে মায়ার সংসারে পড়িয়া আবার পূর্ব-চিত্তবৃত্তি প্রবল করাইলে ভক্তি-রাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য অবসর লাভ হইবে।

ভক্ত গৃহস্থের হৃদয়ভাব ও অভক্তের চিত্তবৃত্তি এক নহে। শ্রীধাম-বাসের অভিনেতৃগণ যদি দিব্যজ্ঞান-লাভের পরিবর্ত্তে অজ্ঞতা পোষণ করিয়া শ্রীধামাপরাধে ব্রতী হন, তাহা হইলে শ্রীবাসের শ্বাশুড়ী, পয়ঃপাণব্রত ব্রহ্মচারীর দাস্যই বাড়িয়া যাইবে। ভক্তিলতা শুকাইয়া গিয়া বা কুঞ্জর-শুণ্ডের দ্বারা বিশীর্ণ হইয়া ভোগ্য লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশায় পরিণত হইবে। সুতরাং শ্রীধাম-বাসের অভিনেতৃগণের ও তাঁহাদের অনুসরণকারিগণের পাদপদ্মে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা পূর্ব্বচিত্তবৃত্তির অমঙ্গল লইয়া শ্রীধামে বাস না করেন; কারণ, তাহা হইলে তাঁহাদের কুলিয়ার বৈষ্ণব-নিন্দকের সঙ্গই প্রার্থনীয় হইবে।

শ্রীধাম-ভোগের বাসনা অন্তরে পোষণ করিয়া বাহিরে শ্রীধাম-বাসের ছলনা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রয়াসী অভক্তগণেই শোভা পায়। শ্রীধাম-বাসের অভিনেতার এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি আগ্নেয়গিরির ন্যায় উত্থিত হইলে আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল প্রাণী তাদৃশ বিষয়ীর সঙ্গ হইতে শতসহস্র যোজন দূরে থাকিবে। কেন না, গৌরসুন্দর বলিয়াছেন, "সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্য-সাধু।" আমরা এই শিক্ষা হইতে বিপথগামী হইতে পারিব না।

গৃহব্রতধর্ম্মের উৎস উত্তরোত্তর প্রবল করিবার যাহাদের

প্রয়াস এবং বিষয়-বিষে যাঁহারা জর্জ্জরিত হইয়া 'হুজমিগ্গাল' সাজিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ শ্রীধাম-বাসিগণ কোন দিনই প্রার্থনা করেন না। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি হরিভজনে অনুরাগী ও কৃষ্ণগৃহধর্ম্মে অবস্থিত, তাঁহাদের চরণরেণুপ্রার্থী হইয়া তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য প্রত্যেক মঠবাসীর বাঞ্ছা প্রবল হওয়াই আবশ্যক।

শ্রীধাম-মায়াপুরের মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের একমাত্র সেব্য গৌরসুন্দর ও গৌরসুন্দরের নিজ-জনগণ। তাঁহাদের প্রতি যাহারা বীতশ্রদ্ধ, তাহাদের ভোগ্য অবিবেচনারূপ আগ্নেয়গিরির শিখার একটা মাপ হওয়া আবশ্যক। সেই তালিকা সংগৃহীত হইলে ভক্ত-জনসাধারণ তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বুঝাইয়া দিয়া সুভোগ্য ভূমিকায় পাঠাইয়া দিতে পারেন। মঠবাসিগণ ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া লইয়া শ্রীধামবাসের অভিনেতা ভোগিগণের ব্যয়িত অর্থ পুনঃ প্রদান-কল্পে ভিক্ষা আরম্ভ করিবেন এবং তাহাদিগকে অমরাবতীর নন্দকাননে পৌঁছাইয়া দিবার গাড়ীভাড়াও দিবেন, সঙ্কল্প করিতেছেন। এই প্রবৃত্তির জঘন্য আদর্শের সম্ভাবনাশঙ্কা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তির অভিজ্ঞচিত্তে ক'এক বৎসর পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। তখন আমরা পরলোকগত ম—নাথ ও সী—নাথ এবং বর্ত্তমানে শ—নাথ প্রভৃতি নাথগণ সংসর্গে কিছু কিছু অবগতি লাভ করিয়াছি। কিন্তু ঐ নাথগণ হইতে আমরা চিরদিনই শতসহস্র যোজন দূরে বাস করিবার অভিলাষ রাখি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ব্যক্তিগত হরিভজনকারীর শ্রাদ্ধ বিচার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা
১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪২
৩০শে জুলাই, ১৯৩৫

স্বধাম-লব্ধ বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধ-বিষয়ে উপদেশ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

একাদশ দিবসে শ্রীমধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক ভগবন্নৈবেদ্য স্বধামলব্ধ শ্রীযুক্ত সু—প্রভুকে দিবেন এবং পাঁচ জন বৈষ্ণবের সেবা করাইবেন। লৌকিক শ্রাদ্ধ পুত্র বা Proxyর দ্বারা করাইতে আপনারা কোন আপত্তি করিবেন না। সু—প্রভুর পুত্র এখন নাবালক, তারপর লৌকিক সমাজও কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া শুদ্ধ হয় নাই। তিনি নিজে শুদ্ধভক্ত ছিলেন বলিয়া আপনারাই মহাপ্রসাদ শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক প্রদান করিবেন। স্মার্ত্তমতে তাঁহার শ্রাদ্ধে আপনারা বাধাও দিবেন না।

আপনার বক্তৃতার দিনের কথা ঠিক হইলে জানাইব। নব বর্ষের প্রবন্ধের বিষয় অতি শীঘ্রই ঠিক হইয়া লিখিত হইবে ও ছাপা হইবে। সুযোগ মত "জয়শ্রী"র কার্য্যে কিছু অগ্রসর হইতে পারি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বিমুখতার বিবর্ত্ত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীএকায়ন মঠ,
হংসক্ষেত্র
১৯শে শ্রাবণ, ১৩৪২
৪ঠা আগষ্ট, ১৯৩৫

দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ও সাধুর আশ্রয় গ্রহণ—সাধকের প্রতি উপদেশ—কলির প্রভাব।

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার ২।৩ খানা পত্র পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। * * * এরূপ নির্বোধ আচরণ করিবেন, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাহা হউক, তোমার পত্রগুলি সময়মত ভালরূপে পাঠ করিয়া উহার ব্যবস্থা করিব।

তুমি আপাততঃ উহার সহিত বাক্যালাপ করিবে না। শাস্ত্র বলেন,—দুঃসঙ্গ পরিহার-পূর্ব্বক সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাহারা অসাধু বৃত্তিকে সাধুবৃত্তি বলিয়া ভ্রম করে, তাহারা কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিবার ন্যায় অসুবিধার মধ্যেই পড়িবে। তজ্জ

লোকের আলোচনার দরকার নাই। তবে শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণব সেবা করিতে গেলে অঘ-বক-রাবণাদির কথা আসিয়া পড়ে। যাহা হউক সমস্তই ভগবানের পরীক্ষা। কুসুমসরোবরের * * দাসের শিষ্যব্রুবের নিকট হইতে এইরূপ অবৈষ্ণবতা আশা করি নাই। যাহা হউক, কাল কলি, সমস্তই সম্ভব !

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

'চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্রব্যবহার'

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড
২৯শে আশ্বিন, ১৩৪২
১৬ই অক্টোবর, ১৯৩৫

চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্রব্যবহার—গৌরভক্তভাব—জড়বিলাসী ও গোপ-বিলাসী।

প্রিয় * *,

তোমাকে আজকার এখানকার air-mailএ পত্র দিয়াছি। আর এই পত্র কলিকাতা হইতে যে airmail যাইবে, তাহাতে দিবার জন্য professor বাবুর হস্তে কলিকাতা পাঠাইতেছি। তাঁহার কলেজ ১৯শে তারিখে খুলিতেছে, সুতরাং ইহাই এখান হইতে যাইবার শেষ দিন।

তুমি "অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্যবিহার। চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্র ব্যবহার'—এই পদ্যের অর্থ জানিতে চাহিয়াছ। বিস্তৃতভাবে গৌড়ীয়ে' ইহার আলোচনা যথাকালে দেখিতে পাইবে। প্রভুতত্ত্ব—মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। ইহারা যুগপৎ ভক্তভাব-অঙ্গীকার-লীলায় একজন চারি প্রকার ভক্তভাব, অপর জন তিন প্রকার ভক্ত-ভাব অপর জন দুই প্রকার ভক্তভাব, গ্রহণ করিয়া ব্রজলীলার পরিবর্ত্তে গৌড়ে লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব যদিও চারি প্রকার ভক্তভাবে স্বীয় ঔদার্য্য লীলা দেখাইয়াছেন, তথাপি তিনি কৃষ্ণ অর্থাৎ সেব্য—ভক্তমাত্র নহেন। ভক্তশক্তি গদাধর মধুর রতির ভাবযুক্ত ও মধুর-রসাশ্রিত। তিনি শ্রীচৈতন্যের অনুগ। শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ গৌরীদাসাদি সখাগণ সখ্যরসাশ্রিত শ্রীচৈতন্যের সেবক—শুদ্ধভক্তশ্রেণীর অন্তর্গত। অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়া তাঁহাদের প্রসিদ্ধি নাই। শ্রীগদাধর, শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং শ্রীজগদানন্দ, শ্রীবক্রেশ্বর প্রভৃতি গৌরবমিশ্র অন্তরঙ্গ ভক্তের ন্যূনাধিক অনুগামী। শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভৃতি মধুর-রসের কৃষ্ণ-লীলায় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ব্রজবাসীর ভাবানুগতো লীলা-প্রচারকারী, শ্রীচৈতন্যের প্রিয় সেবকসূত্রে প্রেম-ময়ী সেবাময়ী শ্রীরাধিকার সেবাপর অন্তরঙ্গ ভক্ত। শ্রীগৌর-লীলার সেই সকল গোপী বিষয়-বিগ্রহের পরিচর্য্যায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া পুরুষ-শরীর দেখাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তভাব অর্থাৎ শ্রীরাধিকার ভাব হইতে কান্তি পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করায় শ্যাম-স্বভাবের ও শ্যামাকৃতির সকলগুলি আবৃত করিয়াছিলেন। এই আবরণটী অচিৎশক্তির আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা-বিচারে প্রতি-ষ্ঠিত নহে। পরা চিচ্ছক্তির ভাবাতিশয্যে চিচ্ছক্তিমান্ সদ্‌স্থি-বিগ্রহ কৃষ্ণকে আবরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এজন্য ৩০৪ সংখ্যায় সেই গৌর, সেই ভক্ত বিপ্রলম্ভ-বিচার বিস্তার করিয়া কৃষ্ণ ও গোপী হইতে আপাতদর্শনে পরম বিরোধ স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং ইহা জড়চিন্তার অতীত অচিন্ত্যলীলা— জড়বুদ্ধির সুদুর্গম। ভগবান সর্ব্ব-শক্তিমান হওয়ায় সকল শক্তি সকলের চিন্তার অন্তর্গত নহেন বলিয়া তিনি অচিন্ত্যশক্তিমান্। তিনি সকল শক্তির পরিণতি প্রকাশ করেন না বলিয়া অদ্ভুত। যখন প্রকাশ করেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিহারে সেই অচিন্ত্যত্ব ও অদ্ভুতত্ব অর্থাৎ আশ্চর্য্যতা প্রকাশিত হয়

তজ্জন্যই পুরুষ-দেহ প্রকাশে আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার আশ্চর্য্যের বিষয়। জড়গুণের বিচার আশ্রয় না করিয়া ভক্তি ও প্রেমার চিদ্‌গুণ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তিনি চিত্রগুণ। জাগতিক ন্যায়-অন্যায়-ব্যবহারে উদাসীন হইয়া ব্রজের নির্ম্মল প্রেম আপামর সাধারণে বিতরণ করায় নামপ্রেম-প্রচার-মুখে তাঁহার ব্যবহার অত্যাশ্চর্য্যজনক নামভজনকারিগণেরই উৎক্রান্ত দশায় পরমচমৎকারময়ী বিচিত্রতা লভ্য হয়। 'তর্কে ইহা জানে যেই সেই দুরাচার' অর্থাৎ জড় (mundane logic) আশ্রয় করিয়া ইহাকে জড় factএর inferenceএ logical fallacyর মধ্যে আবদ্ধ করিলে তাহার কুম্ভীপাক-নরক অবশ্যম্ভাবী।

অচিন্ত্যাভেদাভেদ-বিচারে উদাসীন ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যলীলা এবং শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণলীলা বুঝিতে অসমর্থ হওয়ায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামী উক্ত ভাব-শব্দটীর দ্বারা তর্ক নিরাস করিয়াছেন। "শ্যামের" পরিবর্ত্তে গৌর, "বংশীমুখ" এর পরিবর্ত্তে সংস্কারযুক্ত দ্বিজ, "গোপবিলাসী"র পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসী। জড়বিলাসী ও গোপবিলাসীর মধ্যে ভেদ আছে। জড় সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্ম্মপথের বা জ্ঞানপথের সন্ন্যাসী জড়ত্যাগে অসমর্থ গোপগণ যে বিলাসীর সেবা করেন, সেই বিলাস আধ্যক্ষিক জড়েন্দ্রিয়বিলাস নহেন। এই সকল বিরোধ বাস্তবিকই সুদুর্ব্বোধ্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গৃহী ও মঠবাসীর অর্থের ব্যবহার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
কলিকাতা
২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪২
১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৫

অর্থ-ব্যয়-সম্বন্ধে গৃহস্থ ভক্তগণের প্রতি উপদেশ—সদ্‌গুণসম্পন্ন হওয়া মঠ-বাসিগণের প্রধান কৃত্য—মঠসেবকগণের বৈশিষ্ট্য—গৃহস্থগণের কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্ত-বঞ্চনার কারণ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার পত্র পাইলাম। শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী মহোপদেশক মহাশয়ের পত্রও পাইয়াছি। তোমার শরীরের যথোপযোগী বল লাভ কর নাই, জানিলাম। আরও কিছুদিন কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখ।

আমি গতকল্য গয়া হইতে কলিকাতা ফিরিয়াছি। দিল্লী ও গয়া-মঠের উৎসব ও প্রতিষ্ঠা মঙ্গলমত সমাপন হইয়াছে। তোমার সেবোন্মুখতা পাটনার ভক্তগণ শতমুখে গান করিয়াছেন। ম * * এর ভক্তগণ সেরূপ আদর করেন নাই, জানিলাম। * * ও * * উভয় স্থানের গৃহস্থ ভক্তগণ হরিসেবার উদ্দেশ্যে মঠবাসী ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণের ন্যায় উপার্জ্জনের অংশের শতকরা শতাংশ হরিসেবায়

দিতে পারেন না, ইহা তাঁহারা জানেন ; তজ্জন্য যদি তাঁহারা অধিকাংশ বিত্ত মঠসেবার পরিবর্ত্তে গৃহসেবায় ব্যয় করেন তাহা হইলে তাহা ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসিগণের দুঃখিত হইবার বিষয় নহে। উহারাও যখন মঠবাসী বা সন্ন্যাসী হইয়া স্ব স্ব উপার্জ্জনের সমস্ত দিতে থাকিবেন, তখন উহাদিগকেও সেকালে গৃহস্থগণ নিন্দা করিবেন, জানিবে। অনেক গৃহস্থের মঠের উদ্দেশ্যে অর্থ দিতে কষ্ট বলিয়া তাঁহারা অকিঞ্চনগণের দোষ দেখিয়া থাকেন। তাঁহারাও মঠবাসী হইলে নিজ নিজ দোষ দেখিতে পাইবেন। মঠবাসী না হওয়া পর্য্যন্ত মঠবাসীর দোষ দেখা স্বাভাবিক। সহ্য করিতে শেখা মঠবাসীর প্রধান কার্য্য। গৃহস্থগণ উপার্জ্জন করেন। ত্যক্তগৃহস্থগণের উপার্জ্জিত বিত্তের সর্ব্বাংশ হরিসেবাময়। তাহাই গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের বৈশিষ্ট্য। গৃহস্থগণ ভগবৎসেবায় আংশিক দিয়া অধিকাংশ নিজ-সেবায় ও মঠবিরোধীর সেবায় ব্যয় করিতে ভালবাসেন। সুতরাং গৃহপাল্যগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যদানমুখে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্ত-বঞ্চনা স্বাভাবিক।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সকলেই পরপারের যাত্রী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

৮ই মাঘ ১৩৪২

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

দুঃখই এই অনিত্য সংসারের পরিণাম—নিত্যধামে গমনকারিগণের কোন ক্লেশ নাই।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৭শে জানুয়ারী তারিখের কার্ডে আপনার অগ্রজ আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ * * * মহাশয়ের অকস্মাৎ দেহরক্ষার কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। বিশেষতঃ জননী ঠাকুরাণী এখন এই বৃদ্ধা বয়সে শোকে অভিভূত হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। তিনি চিরদিনই ভগবানকে ডাকিয়া থাকেন। সকলেই একে একে সেই ভগবদ্-রাজ্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। যাঁহাকে ভগবান্ অগ্রে ডাকেন, তিনি অগ্রে যাইয়া পথ প্রদর্শন করেন।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ * * * প্রভুর পত্রেও এই দুঃখের কথা ও স্বধামগত মহাত্মার সদ্গতির কথা জানিতে পারিলাম। আপনারা সকলেই সম্প্রতি বিশেষ দুঃখে কালযাপন করিতেছেন, ইহাই বুঝিলাম। এই অনিত্য সংসারের এই পরিণাম। আপনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, যাঁহারা নিত্যধামে গমন করেন, তাঁহাদের জন্য শোকের কিছুই নাই, তাঁহারা অনিত্য জগতের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। আপনাদের ক্লেশ আর তাঁহাকে স্পর্শ করে না জানিবেন। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

দুঃসঙ্গত্যাগ ও সহিষ্ণুতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬

১৮ই মাঘ, ১৩৪২

গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করাই ভক্তিবিদ্বেষিগণের স্বভাব—পাপ হৃদয় ব্যক্তিগণের মঙ্গল-প্রার্থনা বিহিত—ভক্তদ্রোহাচরণের ফল পাপপঙ্কে নিমজ্জন।

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার ২১।১।৩৬ তারিখের কার্ড পাইয়াছিলাম। অদ্যও ডাঃ * * * মহাশয়ের নামে কার্ড দেখিলাম। এখন হইতে নন্দগ্রামের ঠিকানায় * * * * 'নদীয়া প্রকাশ' প্রেরিত হইবে। কলিকাতার গৌড়ীয়মঠের ঠিকানায়ও উহা জানান হইয়াছে। * *.

শ্রীযুক্ত * * বাবাজী মহাশয়ের পত্রে জানা যায় যে, স্থানীয় * * কর্ম্মচারিগণের অত্যাচার তথায় আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তি বিদ্বেষী বিষয়িগণ সর্বদাই তাহাদের নিজ নিজ খেয়াল অনুসারে দৌরাত্ম্য করিবে। আমরা তাহা সহ্য করিয়া পৃথক্ থাকিব।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী ব্রজমণ্ডলে প্রচারিত হইলে পাপ-হৃদয় ব্যক্তিগণ নিজ-নিজ অমঙ্গল হইতে সাবধান হইবে। উহাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিলে তাহারও অশান্ত না হইয়া শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিবে। শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর জগতের সকলের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া যে-সকল ব্যক্তি ভক্তদ্রোহাচরণ করে, তাহারা পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীরূপানুগের চিত্তবৃত্তি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
কলিকাতা
৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২
২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৫

কৃষ্ণ প্রদত্ত শক্তি ব্যতীত সকলেই অসামর্থ্য—শুদ্ধভক্তিপথ-পরিত্যাগকারীর অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মক লাভ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৬ই নভেম্বরের পত্র পাইলাম। কেনোপনিষদে লিপিবদ্ধ আছে যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নির্দ্দিষ্ট শক্তি লাভ করিয়া আধিকারিক দেবগণ নিজ-নিজ শক্তির পরিচালনা করেন। আবার সেই শক্তি পুনর্গৃহীত হইলে তাঁহাদের নিজ-নিজ শক্তি থাকে না। শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ-শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর-স্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন। আমরাও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, শ্রীরূপ, শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দেশ্যেই সকল কার্য্য করি। ভক্তিপথ ছাড়িয়া দিলে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মত্ব আমাদিগকে গ্রাস করে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অন্যাভিলাষিতায় অমঙ্গল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ,
এলাহাবাদ,
২৩শে পৌষ, ১৩৪২
৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৬

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইতর অভিলাষ মন্দভাগ্যের নিদর্শন—জীবের মঙ্গল-চেষ্টা বিষয়ে উপদেশ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১১ই পৌষ তারিখের পত্র পাইয়া তথাকার সকল সমাচার জানিলাম। ওখানকার মঠের কিছু দেনা হইয়াছে, শুনিয়াছি। একটুকু চেষ্টা করিলেই শোধ হইবে। আপনার নানাবিধ ক্লেশের কথা জানিয়া চিন্তিত রহিলাম। করুণালয় শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম আপনাকে অচিরেই ঐ সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিবেন।

প্রয়াগের পারমার্থিক-প্রদর্শনী গতকল্য উন্মুক্ত হইয়াছে। আমি অদ্য সন্ধ্যায় কলিকাতায় যাত্রা করিব, স্থির করিয়াছি। যাহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা হইতে অন্য ইতর বস্তু অভিলাষ করে, তাহাদিগকে প্রশংসা করা যায় না; উহা তাহাদের মন্দ ভাগ্যের বিষময় ফল-স্বরূপ। যাহাদের মঙ্গল বিলম্বে আসিবে, তাহাদের অকাল-পক্কাবস্থার ফল লাভবানরূপে গ্রহণ করা যায় না। আপনি উহাদের সম্বন্ধে কোন চিন্তা করিবেন না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ-সমূহ

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১মস্কন্ধ ৪০্, ২য় স্কন্ধ ৩৫	
৩য় স্কন্ধ ৪৫	৭ম স্কন্ধ ৩৫্
৮ম স্কন্ধ ৪০-০০ ৯ম স্কন্ধ (যন্ত্রস্থ)	
১০ম স্কন্ধ ১৫০্, ১২শ স্কন্ধ	৩০-০০
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু	৪৫-০০
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	৫০-০০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৩০-০০
প্রেমসম্পুট, গীতি-গ্রন্থাবলী ২-০০,১৫্	
শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণম্	৫০-০০
গুরুপ্রেষ্ঠ	৩-০০
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	৩-০০
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	৩০-০০
শ্রীকেদারনাথ দত্ত	৩০-০০
শ্রীভজন-রহস্য	৫-০০
তত্ত্ববিবেক, তত্ত্বসূত্র, আম্নায়-সূত্র	৩০্
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ শ্রীনবদ্বীপশতকম্	৫্
শ্রীনবদ্বীপধাম	৩-৫০
কৃষ্ণকর্ণামৃতম্	৫-০০
শরণাগতি ২-০০ গীতাবলী	২-০০
গীতমালা ১-৫০, কল্যাণকল্পতরু	১-৫০
সাধককণ্ঠমালা (১২শ সংস্করণ)	৫-০০
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা	৭-০০
গৌড়ীয়কণ্ঠহার	২০-০০
শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-খণ্ড	৫-০০
শ্রীব্রহ্মসংহিতা	৬-০০
সৎক্রিয়াসার-দীপিকা	১৫-০০
শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর	৩০্
জৈবধর্ম	৩৫-০০
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৫-০০
অর্চনপদ্ধতি	৪-০০
শ্রীশ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা	৩০-০০
একাদশীব্রত মাহাত্ম্য	৬-০০
মহাজন-চরিতকথা	৪-০০
সচিত্র শ্রীকৃষ্ণলীলা	৫-০০
ছোটদের সচিত্র চৈতন্যলীলা	৫-০০
শ্রীচৈতন্যলীলামৃত	৬-০০
শ্রীভগবৎসন্দর্ভঃ	৫০-০০
উপদেশামৃত [টীকা ও অনুবাদসহ]	৩্
শ্রীশিক্ষাষ্টক [টীকা ও অনুবাদসহ]	৩্
চিত্রে নবদ্বীপ	৬-০০
শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৫-০০
শ্রীচৈতন্যদর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ	২০-২৫
শ্রীভাগবতধর্ম, শ্রীহরিনাম	২-০০
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৩০-০০
বিলাপকুসুমাঞ্জলি	৪-০০
প্রেমবিবর্ত	৪-০০
গৌড়ীয় দর্শনে পরমার্থের আলোক	৩০্
শ্রীশ্রীগৌর কিশোর লীলামৃত লহরী	৫্
শ্রীরাধাগোবিন্দ-গুণাবলী	৩-০০
গৌড়ীয় বার্ষিক ভিক্ষা	২০-০০
শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা	৬-০০
প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম ২য় ৩য়	৪-০০ ৬-০০ ৬০০

প্রাপ্তিস্থান—**শ্রীচৈতন্যমঠ**, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা: নদীয়া।

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ৭০-বি রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।